NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ৫০-এ পা দেওয়া আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে বিশেষ

ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনটা শুধুই ভারতের ৮

কলকাতা ৮ মার্চ ২০২৪ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.3.2024, Vol.17, Issue No. 266, 8 Pages, Price 3.00

নারী দিবসের অঙ্গীকার নিয়ে রাজপথে মমতা ও অভিষেক

‘মুখোশ খুলে গিয়েছে, এবার আপনার রায় দেবে জনগণ’

নাম না করে প্রাক্তন বিচারপতিকে তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ আন্তর্জাতিক নারীদিবস। তবে তার একদিন আগে বৃহস্পতিবার নারীদিবস উপলক্ষে কলকাতায় মিছিলে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহিলা তৃণমূলের সদস্যরা। কলেজ স্কোয়্যার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করে এগোয় মিছিল। রাস্তার দুধারে মমতাকে স্বাগত জানান সাধারণ মানুষ। মহিলা তৃণমূলের ডাকে মিছিলে কলকাতার রাজপথে হাঁটলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কয়েক গজ পিছনে হাঁটলেন দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রিগেডে জনগর্জন সভার ৭২ ঘণ্টা আগে মমতা-অভিষেকের একসঙ্গে মিছিল তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই। গত ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনের দিনেও হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত হেঁটেছিলেন মমতা-অভিষেক। মঞ্চে বক্তৃতাও করেছিলেন দু’জন।

প্রায় প্রতি বছর নারীদিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী বাহিনীকে নিয়ে মিছিল করেন। সেই মিছিলে দেখা যায় বহু সেলিব্রিটিকেও। এবছরও সেই মিছিল হল। তবে তা নারীদিবসের একদিন আগে। কারণ হিসেবে আগেই শোনা যাচ্ছিল শিবরাত্রির কথা। ৮ তারিখ শিবরাত্রি। ওইদিন মহিলাদের নানা আচার-অনুষ্ঠান থাকে। তাই মিছিল সংগঠিত করা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছিল শাসকদল।

৭ তারিখ মিছিল শেষে সভা থেকে একদিন আগে নারীদিবস পালনের কারণ নিজেই জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন শিবরাত্রির কথাই। আগামিকাল শিবরাত্রিতে মহিলারা ব্যস্ত থাকবেন। অনেকেই উপোস করেন। উপোস করে এভাবে মিছিল বা সভায় যোগদান কঠিন বলেই আগেভাগে নারীদিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত বলে জানালেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন শশী পাঁজা, মালা রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, পথের আন্দোলন দিয়েই রাজনৈতিক জীবন শুরু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রতিবাদ হোক বা যে কোনও আন্দোলন, রাস্তায় নেমে কর্মসূচি সফল করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিরোধী নেত্রী থেকে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও সেই পথের আন্দোলন থেকে সরে আসেননি তিনি।

সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদান করা নিয়ে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিতে যোগদানের কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মতলায় নারী দিবসের সমাবেশ থেকে তাঁকে নাম না করে তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, প্রাক্তন বিচারপতির জন্যই হাজার হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি হয়নি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাম করে আক্রমণ করেছেন। এখন তার মুখোশ খুলে পড়েছে। প্রাক্তন বিচারপতিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, তিনি যেখানেই ভোটে দাঁড়াবেন সেখানে পড়ুয়াদের পাঠানো হবে। পড়ুয়ারাই তাঁকে জবাব দেবে। তিনিও যে আইনজীবী ছিলেন, তা মনে করিয়ে অভিজিৎকে আক্রমণ করেন মমতা। প্রাক্তন বিচারপতির নামোচ্চারণ না করেও তিনি বলেন, ‘এঁদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে? বিচারের চেয়ারে বসে রোজ একটা করে পিল (পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন) গিলছে! রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছিলেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।’

অন্যদিকে, তাপস রায়ের দলত্যাগ প্রসঙ্গে নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, বিশ্বাসঘাতকদের মানুষ কখনো ক্ষমা করে না। এজেন্সির ভয়ে যারা বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে সাফ হতে গিয়েছেন মানুষ তাঁদের জবাব দেবেন। অন্যদিকে, এদিনের সমাবেশ আয়োজন করার জন্য তিনি সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত, তাপস রায় নিজের দলত্যাগের কারণ হিসাবে ওই দুই নেতার প্রতি বিরোধ ছিল অন্যতম। নিজের ভাষণের একটি অংশে বিজেপিকে পিন্টুবাবু বলে কটাক্ষ করেন মমতা। পাশাপাশি, জানিয়ে দেন তিনি রাজ্যে এনআরসি করতে দেবেন না বলে বা আধার কার্ড বাতিলে বাধা দেন বলে পিন্টুবাবুর রাগ হয়। এরপর রাজ্যে আসা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় টিম নিয়েও মন্তব্য করেন মমতা। তাঁর মতে, বিভিন্ন ঘটনায় রাজ্যে ৪৫৫ টি কেন্দ্রীয় দল এসেছে। কিন্তু মণিপুরে কোনও কেন্দ্রীয় দল যায়নি। তিনি জানান, রাজ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় দল এসেছে তাদের রাজ্য প্রশাসন স্বাগত জানিয়েছে। তবে এই সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে। বারবার অত্যাচার করলে তৃণমূল তার জবাব দেবে। এরপর দল বদলের প্রসঙ্গও আসে তাঁর ভাষণে। তাঁর দাবি, বাড়িতে ইডি’র হানার ভয়ে অনেকে বিজেপিতে যোগদান করছেন। মমতার কথায়, ‘এখন বিষয়টা এমন হয়ে গিয়েছে যেন কেউ তৃণমূলে থাকলে চোর আর বিজেপিতে গেলে ওয়াশিং পাউডার ভাজপা। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছে বাড়িতে ইডি চলে যাবে। একদিন বাড়ি গেলে ভয় পাচ্ছে। গদ্দাররাই তাঁদের ফোন করে বলে দিচ্ছে বিজেপিতে চলে যাও। তাঁরা বিজেপিতে চলেও যাচ্ছে। চিরদিন এরকম চলবে না।’

মিছিলে হাজির সন্দেশখালি থেকে আসা মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন মিছিল ও জমায়েতে সন্দেশখালি থেকে আসা বেশ কিছু মহিলাকেও সামিল করা হয়। তারা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই সন্দেশখালিতে শান্তি ফিরেছে। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় দেশের মধ্যে এমন জায়গা যেখানে মহিলারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। হাথরস এবং মণিপুরের কথা উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় নীরব। কিন্তু এ রাজ্যে কোন ঘটনা ঘটলে তৃণমূল কর্মীদেরও রেয়াত করা হয় না। মমতা বলেন, ‘কালকে একজন এসে সন্দেশখালি নিয়ে অনেক কিছু বলে গেলেন। কিন্তু ভুল সন্দেশ দিলেন। কয়েকটা ঘটনা হতেই পারে। হতে পারে সব খবর আমরা পাই না। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়। অন্যায় হয়ে থাকলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করতেও পিছপা হই না।’

তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ্ম-শিবিরে বৃহস্পতিবারই যোগ দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তা নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বিজেপি থেকে নিজের নাম সরালেন এক বিধায়ক। দলের মতুয়া বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীকে দেখা গেল তৃণমূলের মিছিলে। রানাঘাট দক্ষিণের ওই চিকিৎসক বিধায়কের হাতে জাতীয় স্তরের দায়িত্বও রয়েছে। জাতীয় কার্যকারিণী কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য তিনি। জবাব দিয়েছেন মুকুট নিজেই। ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যের সভামঞ্চে তৃণমূলের পতাকা হাতে নেওয়ার আগে তিনি বললেন, ‘গত পাঁচ বছর ধরে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন নদিয়ার মানুষ, যেভাবে সেখানে কোনও পরিষেবা দেওয়া হয়নি, তার সুবিচার করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য হয়ে আমি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছি। যাতে নদিয়াবাসীকে রাজনৈতিক হিংসামুক্ত পরিবেশ দিতে পারি। পরিষেবা দিতে পারি। বঞ্চনার ইতিহাস মেটাতে পারি।’ জানা গিয়েছে, রানাঘাট লোকসভায় তাঁকে তৃণমূলের প্রার্থী করা হতে পারে।

দুর্নীতি দূর করার লক্ষেই বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিকল্পনামাফিক বিজেপিতে যোগদান করলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগদানের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন সকালে সেই মতো তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার পরই তিনি এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতি দূর করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। আগামিদিনে সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর পরামর্শ নিয়ে চলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘আজ আমি একেবারে নতুন জগতে পা দিলাম। এই সর্বভারতীয় দলে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মতো নেতারা আছেন।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগবে তাঁর। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ‘আমি দলের একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই। দল আমাকে যে দায়িত্ব

দেবে, তা পালন করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই জারি থাকবে, সে কথা উল্লেখ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হল, একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দল ও সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া, যাতে ২০২৬ এ তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে। একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। তাই একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করতে হবে।’

প্রিয় ভাই,

পরমপিতা শিব পরমাত্মার পরিচয়

আমরা যখন এই সমাজে আছি তখন আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছে কিছু জানার বা শেখার আছে। আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা যুগ যুগ ধরে যাকে ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহ্ বলে ডাকছি, তিনি তো একজন তখন তার নামও একটিই হওয়া উচিৎ, তাই না? তাই তার আসল নাম হল পরমপিতা শিব পরামাত্মা। তিনি হলেন নিরাকার বিন্দু রূপ, জ্যোতি স্বরূপ, ভগবান সর্বব্যাপী নন তিনি পরমধাম, ব্রহ্মলোক বা পরলোকবাসী। সেই জন্য ভগবান গীতায় বলেছেন যে আমি এই ধামের বাসী নই, আমার ধাম হল দিব্য ধাম বা পরমধাম। যেখানে চন্দ্র, সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সে এক জ্যোতির দেশ সেখানে শুধুমাত্র আত্মারা-ই থাকে, সেটা আত্মাদের ঘর। এই শরীরের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার কোন বিনাশ নেই সে হল অজর, অমর, অবিনাশী এবং সে এক অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি বিন্দু, চৈতন্য শক্তি যা আমাদের প্রত্যেকের দুই ভ্রুরুর মধ্য স্থানে অবস্থিত। পরমাত্মা হলেন সকল আত্মার পিতা, তিনি পিতার সঙ্গে পরমশিক্ষক এবং সদ্‌গুরু, কি ভাবে? মানুষ মানুষকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিতে পারে না, দেন ভগবান বা আল্লাহ্ সেই জন্য আমরা কি বলে থাকি, যে আজকে ভগবান বা আল্লাহ্ একে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন যে তুমি যেমন কর্ম করবে তেমনই ফল পাবে। এবার তিনি সদ্‌গুরু কি অর্থে? আমরা সারা জীবন যাই করি না কেন, জীবনের শেষ লগ্নে আমাকে সেই ভগবান বা আল্লাহ্-র স্মরণে যেতেই হবে। তিনি ছাড়া কেউ কাউকে গতি বা সদ্‌গতি দিতে পারেন না, তিনিই প্রত্যেক আত্মার মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা। শিববাবা প্রত্যেক আত্মাকে মুক্তি দিচ্ছেন বলে তাকে ভক্তি মার্গে মুক্তিনাথ বলে ডাকা হয়।

পরমপিতা পরমাত্মার প্রকৃত নাম হল শিব। শিব কথার অর্থ হল শব+ইব=শিব। শব মানে দেহ, ইব মানে আলাদা অর্থাৎ যিনি দেহ থেকে আলাদা (নিরাকার) তিনিই হলেন শিব। তিনিই হলেন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞাতা, গীতার জ্ঞান দাতা। গীতাতে ভগবান বলেছেন আমি অযোনী সম্ভবা, অকর্ত্তা, অভোক্তা এবং আমি জন্ম-মৃত্যু রহিত। হিন্দু ধর্মে ৩৩ কোটি দেব-দেবীর সাকারি চিত্র বা আকারী মূর্ত্তি আছে যেমন—কৃষ্ণ, রাম, শঙ্কর ইত্যাদি। কিন্তু শিবলিঙ্গ নিরাকার এখানে যে শঙ্করকে দেখানো হয়েছে তিনি কিন্তু শিব নন, তিনিও তার তার নামের মালা (ওঁ নমঃ শিবায়) জপেন তার লিঙ্গের সামনে। লিঙ্গ অর্থাৎ প্রতীক, পরমাত্মা (ভগবান) আমাদের মধ্যে নেই সেই জন্য তার লিঙ্গ (স্বরূপ) বানিয়ে সবাই পূজো করছে। গীতাতে স্পষ্ট লেখা আছে যার শরীর আছে সে কখনই ভগবান হতে পারে না। সেইজন্য সর্ব ধর্ম মান্য হলেন নিরাকার পরমাত্মা শিব, এবার দেখুন হিন্দু ধর্মে (সনাতন) রাম এবং কৃষ্ণ এই দুইজনকে ভগবান বলে ডাকা হয়। অথচ রামচন্দ্রও শিবলিঙ্গ পুজো করেছেন যার নাম রামেশ্বরম্ এবং কৃষ্ণও শিবলিঙ্গ পূজো করেছেন যার নাম গোপেশ্বরম্, তাহলে প্রশ্ন হল যিনি পূজো করছেন তিনি কি হলেন? ভক্ত, আর যিনি পূজো নিচ্ছেন তিনি কি হলেন? ভগবান! সেই জন কৃষ্ণকে GOD Krishna নয় Lord Krishna বলা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাম এবং কৃষ্ণের ভগবান হচ্ছেন ‘পরমপিতা শিব পরমাত্মা’ হিন্দু ধর্মে অনেক ঈশ্বর আছে কিন্তু পরমেশ্বর কজন? তিনি কিন্তু একজনই (শিববাবা) সকল দেবতার ক্ষেত্রে (Lord) কথাটি ব্যবহার হয় কিন্তু শুধুমাত্র পরমাত্মাকেই (GOD) বলা হয়, যিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা বিষ্ণুর দ্বারা পালনা এবং শংকর দ্বারা বিনাশ করান। তিনিই হলেন প্রত্যেক আত্মার পিতা। সব সময়ের জন্য জানবেন আমাদের প্রত্যেকের দুটি করে পিতা আছে, এক হলেন শরীরের বিনাশী পিতা, তিনি হলেন এক জন্মের পিতা কিন্তু আরেক জন হলেন আত্মার অবিনাশী পিতা, তিনিই হলেন জন্ম-জন্মান্তের পিতা (শিব)। হিন্দু ধর্মে শিবকে সবাই বাবা বলে ডাকেন, যেমন-আমি, আমার মা, আমার পিতা, তারও পিতা অর্থাৎ তিনি হলেন পিতারও পিতা তাই তার নাম পরমপিতা শিব পরমাত্মা। তিনিই হলেন প্রত্যেক আত্মার দুঃখহর্তা সুখকর্তা। সেই জন্য দুঃখের সময় আমরা তাকে (ভগবান) বেশী করে ডাকি, তাই তার অপর নাম হল রহমতআলী। তিনিই স্বর্গের রচয়িতা, Hevenly GOD futher, World almighty (সর্বশক্তিমান) তিনিই হলেন গীতার ভগবান, কোরানের আল্লাহ্ এবং বাইবেলের GOD। এই তিনটি ধর্মগ্রন্থেই বলা আছে তিনি এক এবং নিরাকার। মুসলিম ধর্মে তাকে আল্লাহ্ নূর বলে, নূর অর্থাৎ প্রকাশ বা জ্যোতি। তারা আল্লাহ্‌কে নিরাকার মানেন এবং এর সঙ্গে তারা বলেন আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় (নিরাকার) অর্থাৎ তার মতো দেখতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। খ্রীষ্টান ধর্মে যাকে GOD বলা হয়, তারাও বলছেন GOD is one, GOD is light অর্থাৎ ভগবান একজন এবং তিনি একটি জ্যোতি। শিখ ধর্মেও বলেছে এক ঔঙ্কার-হী নিরাকার (ভগবান), এক ঔঙ্কার শতনাম (ভগবানের) বা এক ঔঙ্কার হী সত্য। সেই জন্য শিববাবাকে বলা হয় সত্যম-শিবম্-সুন্দরম্, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মেও তাকে অনন্ত জ্যোতি বলে ডাকা হয়। অনন্ত অর্থাৎ যে জ্যোতির অন্ত নেই, সাঁইনাথও বলে গেছেন সবকা মালিক এক হে। তাই সত্য যুগের পূর্ব মুহূর্তে এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বা কয়ামতের সময় (Judgment Day) তিনি কি বলছেন?

শিব ভগবানুবাচ ঃ “হে আমার প্রিয় সন্তান এবার নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে আমার রূপে (বিন্দু) স্মরণ করো তাহলে তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ (বিকর্ম) নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় তুমি সুন্দর পবিত্রময় জীবন ফিরে পাবে। তুমি যুগে যুগে ডেকে এসেছো, বলেছো হে ভগবান, হে আল্লাহ্, হে পতিত পাবন তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করো। তাই আমি এই পৃথিবীতে অবতরণ করে গেছি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য জন্ম সিদ্ধ অধিকার দিতে (স্বর্গের) মুক্তি-জীবনমুক্তির, এখন এই যুগের শেষ সময় চলছে”। তাই আর দেরী না করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (সর্ব-ধর্ম-নির্বিশেষে) অথবা Log on করুন www.brahmakumaris.com -এ।

Om Shanti

(বিঃ দ্রঃ- মানব জাতির কল্যানার্থে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় হইতে প্রচারিত।)

‘উপত্যকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হবে উন্নয়ন’

শ্রীনগর, ৭ মার্চ: ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর ৫ বছরে এই প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীর সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বৃহস্পতিবার শ্রীনগর পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই ‘বিকশিত ভারত, বিকশিত জম্মু কাশ্মীর’ নামক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে ৬ হাজার ৪০০ কোটির মোট ৫৩টি প্রকল্পের ঘোষণা করেন। সরকারি চাকরির নিয়োগপত্রও তুলে দেন বেশ কয়েকজনের হাতে। তার পরে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদির মুখে শোনা যায় বিকশিত কাশ্মীরে উন্নয়নের বার্তা। তাঁর কথায়, ‘আজকে যেসমস্ত প্রকল্প উদ্বোধন হল সেগুলো কাশ্মীরের উন্নতি করবে। আর কাশ্মীরের বিকাশ মানেই ভারতের বিকাশ। এই কাশ্মীর দেখার জন্যই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাশ্মীরিদের হাসিমুখ দেখলেই দেশের ১৪০ কোটি মানুষ খুশি থাকবেন।’ বিশ্লেষকদের মতে, কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদ একেবারে সমূলে উৎপাটন করতে চান মোদি। সেই জন্যই ঢালাও উন্নয়নের পথে হাঁটছে কেন্দ্র। উন্নয়ন হলে জনমানসে জঙ্গিদের প্রভাব কমবে, কর্মসংস্থান হলে কমবে সন্ত্রাসবাদও। সেই জন্যই লোকসভা নির্বাচনের আগে কাশ্মীরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ‘আপনাদের মন জিততে এসেছি। কারণ জম্মু-কাশ্মীর শুধু একটা এলাকা নয়। এটা ভারতের কপাল।’ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কৃষকদের ক্ষমতায়ন, পর্যটনের সম্ভাবনা- সমস্ত কিছু নিয়েই আরও উন্নত কাশ্মীর গড়ে উঠবে আগামী দিনে। উপত্যকায় গিয়ে এদিন কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিযোগ করলেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে কংগ্রেস। সভামঞ্চ থেকেই মোদি বলেন, ‘কয়েক দশক ধরে অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর নাম করে জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। কাশ্মীরের মানুষ এখন সত্যিটা বুঝতে পারছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন অনুচ্ছেদ ৩৭০-এ জম্মু ও কাশ্মীরের কোনও উপকার হয়েছে না কি একটি পরিবার সেখান থেকে সুবিধা নিয়েছে।’ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, ‘অনুচ্ছেদ ৩৭০ না থাকায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিভাবানেরা যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৮৪ নং এফিডেভিট বলে Nitai Mandal S/o. Ajit Mandal ও Netai Mondal S/o. A. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে Sital Hazra S/o. Sudhir Kumar Hazra ও Sital Ch. Hazra S/o. S. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৭৭ নং এফিডেভিট বলে Bablu Pal S/o. Sudhanshu Pal ও Bablu Paul S/o. Lt. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৮৬৫ নং এফিডেভিট বলে Sovan Pan S/o. Nemai Chandra Pan ও Sovan Kumar Pan S/o. N. C. Pan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৭১ নং এফিডেভিট বলে Tushar Kanti Dey S/o. Sadhan Chandra Dey ও Tushar Kanti Dey S/o. Lt. S. Ch. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৭৭ নং এফিডেভিট বলে Ajibar Mallik S/o. Jaynal Mallik, Ajibar Mallick S/o. Jainal Mallick ও Ajibar Rahaman S/o. Sekh Joylal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬ নং এফিডেভিট বলে Nirmal Das S/o. Murari Mohan Das ও Nirmal Das S/o. M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sarup Bhandari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jugal Kishore Bhandari ও G. K. Bhandari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Ashok Paul S/o. Mahananda Paul ও Ashok Paul S/o. Lt. M. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৬ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Sil S/o. Pasupati Sil ও Samir Shil S/o. P. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৯ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Sil S/o. Pasupati Sil ও Prabir Shil S/o. P. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ranjit Sardar S/O. Lt. Nemai Sardar, আমার কন্যার নাম Riyanshi Sardar born on 24.01.2015, গত 31.01.2024 তে Ld. M.M. at Kolkata Court-এর এফিডেভিটে আমার কন্যা **Riyanshi Sardar, D/O. Ranjit Sardar & Rai Sardar, D/O. Ranjit Sardar** একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

I Suraj Singh, S/o Late Uday Pratap Singh, Hindu, residing at 144/29 Dharmatala Road Haora 711106. Vide affidavit No 14885 dt 6th Mar 2024, at Alipore Court, Kolkata mentioned that the Suraj Singh and Raju Singh is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Shekhar Kumar Jain (PAN: ACSPJ5969M), S/o of Shri Ashok Kumar Jain residing at 6EG Manikarn Apartments, 3B Ram Mohan Mullick Garden Lane, Kolkata-700010 declare that Shekhar Kumar Jain, Shekhar Jain & Shekhar Kr. Jain are the one and same identical person vide notary at Kolkata C.M.M'S.Court dated 07.03.2024.

বিজ্ঞপ্তি

Dist- Purba Medinipur
In the Court of Civil Judge (Jr.Divn.) Haldia
(District Delegate)
Succession
J.Misc case no-10/2021

Sri Swapan Kumar Adhikary ...Petitioner
-VS-
Sanku Maharaj Adhikary ...O.P.

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, ছবি চক্রবর্ত্তী পিতা-৺রাম চক্রবর্ত্তী সাং- গোবিন্দপুর, পোঃ- বাজিৎপুর, থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। অধিন একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। এবং উনার লোকান্তে দরখাস্তকারীর মাতা উষা রানী অধিকারী একমাত্র ওয়ারীশ বিধায় উক্ত ছবি চক্রবর্ত্তীর গচ্ছিত সহ অর্থাদি প্রাপক হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত উষা রানীর লোকান্তে দরখাস্তকারী ১/৪ অংশের গচ্ছিত অর্থাদি বিষয়ে Succession Certificate প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা বা দরখাস্তকারীর দাবী বিষয়ে, কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আদালতের ধার্য্য দিন আগামী ইং- ১৫-০৪-২০২৪ তারিখে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু নিযুক্তে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইনানু ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

অদ্য ইং-২৯/০২/২০২৪ তারিখে আদালতের শীল মোহর মতে প্রদত্ত হইল।

অনুমত্যানুসারে
Malay Maity
Sheristader
Civil Judge (Jr. Div.)
Haldia Court,
29-02-24

নোটিশ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর গত ১৮-৬-২০২২ তাং বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালন কমিটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত সদস্য এখনও সদস্য পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন নাই তাহারা অবিলম্বে সমবায় সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিয়া নিজ নিজ পরিচয়পত্র গ্রহন করিয়া বাধিত করিবেন।

তাং- ০৫/০৩/২০২৪

বিনীত -
তদারক পরিচালন কমিটির পক্ষে
শ্রী চন্দন সরকার
শ্রী সঞ্জয় রায়
শ্রী সব্যসাচী মুখার্জী

বিজ্ঞপ্তি

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী।
এ্যাক্ট ৩৯- ৫১/২৩ নং মোকর্দ্দমা

প্রসেনজিৎ দে, পিতা- মৃত শান্তি কুমার দে, সাং- ১২৬ জোড়াঘাট লেন, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১।

...দরখাস্তকারি

অত্র নোটিশ দ্বারা অবগত করানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারি মৃত শান্তি কুমার দে -এর পুত্র মৃত অভিজিৎ দে - (যিনি মৃত্যুর পূর্বে নবান্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড এর কর্মচারী ছিলেন) এর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে তাহার কর্মজীবনের গ্র্যাচুয়িটি মূল্য-২,৯৪, ২৩০, (দুইলক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত ত্রিশ টাকার) হকদার হিসাবে উত্তরাধিকারী শংসাপত্র পাইবার নিমির্ত্তে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্রবিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন নচেৎ অত্র মামলার একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারির পক্ষে
Sadhan Chakraborty
উকিলবাবু

আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ই মার্চ। ২৪ শে ফাল্গুন, শুক্রবার। ত্রয়োদশী তিথি আজ মহা শিব রাত্রি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরি বৃহস্পতির বিংশত্তরি চন্দ্রের। মৃতে দোষ নাস্তি।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাজজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(মহা শিবরাত্রি ব্রত, শিব চতুর্দশী শুভারম্ভ রাত ৭ ৫৯ মিনিট ১ সেকেন্ড। সমাপ্তি, কাল সন্ধ্যা ৫ ৪২ মিনিট ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সন্দেশখালির পথে আটক লকেট, অগ্নিমিত্রা ও ভারতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে নিউটাউনের কাছে পুলিশের হাতে আটক হলেন বিজেপির নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল এবং ভারতী ঘোষ। এদিন তাঁদের নেতৃত্বে বিজেপির মহিলা মোর্চার একটি দল এগোচ্ছিল সন্দেশখালির দিকে। নিউটাউনের কাছে পৌঁছতেই আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। পরে বিজেপির ওই তিন নেত্রীকে আটকও করে নিউটাউন থানার পুলিশ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে নিউটাউন থানার বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা। অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীরা যাতে থানা চত্বরে প্রবেশ করতে না পারেন, সে জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় থানার গেট। নারী দিবসের আগের দিন সন্দেশখালিতে যাবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা। সেই মিছিলের নেতৃত্বে বিজেপি সাংসদ লকেট, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা এবং বিজেপির নেত্রী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতীর নেতৃত্বে একটি মিছিল এগোচ্ছিল সন্দেশখালির দিকে। মাঝপথেই ব্যারিকেড করে বাধা দেওয়া হয় মিছিলটিকে। সেই ব্যারিকেড ভেঙে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ আটক করে বিজেপির তিন নেত্রীকে।

শাহজাহান বাড়িতে গেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে গেল সিবিআই। বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্দেশখালির আকুঞ্জীপাড়া মোড়ে শাহজাহানের বাড়িতে যান সিবিআইয়ের কয়েক জন আধিকারিক। তবে বাড়ির ভিতরে তাঁরা ঢোকেননি। বাইরে থেকে এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

শাহজাহানের বাড়িতে এর আগে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়েছিল ইডি। তারা দ্বিতীয় বার গিয়ে শাহজাহানের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকেছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি সিল করে দিয়ে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকেরা। শাহজাহানের বাড়ির বাইরে নোটিসও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে বাড়িটি। বাড়ির বাইরে রয়েছে সিসি ক্যামেরা। শাহজাহানের সেই বাড়ির সামনেই বৃহস্পতিবার হাজির হয় সিবিআই। আদালতের নির্দেশে তারা এখন সন্দেশখালিকাণ্ডের তদন্ত করছে। সিবিআই আধিকারিকেরা শাহজাহানের বাড়ির সামনে যান, আশপাশ ঘুরে দেখেন, বেশ কিছু ছবি তোলেন এলাকার। কয়েক মিনিট থেকে আবার তাঁরা ফিরে যান। সিবিআইয়ের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। শাহজাহানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিবিআই যায় সন্দেশখালির শাহজাহান মার্কেটে। ওই বাজার এলাকায় শাহজাহানের অফিসও রয়েছে। সেখানে সিবিআই আধিকারিকেরা যান। বেশ কিছু ছবি তোলা হয় মার্কেটের।

বয়স ৮৫-র ঊর্ধ্বে হলেই বাড়ির দরজায় আসবে ভোটের বুথ নতুন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যদি আপনার বয়স ৮৫ বছর হয়ে থাকে বা তার বেশি তাহলে এই বছর আপনাকে আর ভোট দিতে কোথাও যেতে হবে না। খোদ নির্বাচন কমিশন এবার আপনার বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বে আপনার ভোট নেওয়ার জন্য। ভাবছেন মশকরা করছি? একেবারেই না। এতদিন পর্যন্ত কমিশনের নিয়ম ছিল আপনাকে নির্দিষ্ট একটা ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে বা আপনার বাড়ির লোককে সেই ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হতো কিন্তু এবার প্রথমবার যেখানে জাতীয় নির্বাচন কমিশন আপনার বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বে আর ১২ডি ফর্ম আপনাকে দেবে। ভাবছেন এও সম্ভব? হ্যাঁ এটা সম্ভব। তার কারণ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবার যে নির্দেশ দিয়েছে সেটাতে অন্তত খুশি হবেন এই ৮৫ থেকে ৮৫ পেরিয়ে যাওয়া সমস্ত ভোটাররা। আপনার এলাকায় যে বুথ লেভেল অফিসার আছেন তিনি আপনার বাড়ি গিয়ে সংশ্লিষ্ট এই ফর্মটি শুধু দেওয়াই নয় একেবারে আপনাকে দিয়ে পূরণ করে নিয়ে এসে কমিশনে জমা দেবেন। তারপর সেই ফর্মটি রিটার্নিং অফিসার চেক করবেন এবং তার সম্মতি প্রকাশ করবেন। ব্যাস এইটুকুই মাত্র কাজ। তারপর তৈরি হয়ে যাবে ব্যালট পেপার। অর্থাৎ আপনার সংসদীয় এলাকায় যে কটি রাজনৈতিক দল লড়াই করবে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তার ছবি তার প্রতীক চিহ্ন দিয়ে তৈরি হবে ব্যালট পেপার। তারপরে একটা বুথ আপনার বাড়িতেই হাজির হবে। ফার্স্ট পোলিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রিসাইডিং অফিসার এবং চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনী আপনার বাড়িতে আসবে আপনার মূল্যবান ভোটটা নিতে। এরপর পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আপনি আপনার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং খামবন্দি করে তা আপনার সামনেই সিল করে দেওয়া হবে। আপনার কাজ শেষ। ওই সিলবন্দি খাম খোলা হবে একেবারে গণনার দিন। যদিও ২০২১ সালে করোনা চলাকালীন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাদের বয়স হবে ৮০ তারাই এই ভোট প্রয়োগের অধিকারী হবেন। কিন্তু তাতে আপনাকেই আবেদন জানাতে হত আর এবার কমিশন নিয়মে একটু রদবদল করেছে। এবার আর ৮০ নয়। এবার ৮৫। তাই আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না লাইনে দাঁড়িয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবার এরকমই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে এই রাজ্যে উপকৃত হবেন ৪ লক্ষ ৮৬ হাজারের মতো ভোটার। খুব স্বাভাবিকভাবেই কমিশন এখন থেকেই কিভাবে এই কাজকে নিখুঁতভাবে করবে তা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এখন দেখার, বিষয় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের কতজন মানুষ যাদের বয়স ৮৫ বছর বা তার বেশি তাঁরা কতজন এই সুবিধা উপভোগ করবেন।

নন ফেয়ার রেভিনিউয়ে ৩৬.১৫ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় রেলের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মেট্রো রেল। রেল বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে, মেট্রো রেল, ভারতীয় রেলের অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ভাড়া ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছে এই মেট্রো। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের এই ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে কলকাতা মেট্রো রেলের সমস্ত জোনের মধ্যে সবার আগে রয়েছে কলকাতা মেট্রো।

উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ভাড়া ব্যতীত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মেট্রো রেল তার রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মেট্রো রেল স্টেশনগুলিতে আবর্জনা ফেলার ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। এরই পাশাপাশি মেট্রো রেকে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিয়স্ক স্থাপন করছে। এর সঙ্গে রয়েছে হ্যান্ডেল চেন ব্র্যান্ডিংও। এছাড়াও মেট্রো রেল ট্র্যাক সাইডওয়াল ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেট এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ড এবং টোকেন ব্র্যান্ডিং-এর মতো নতুন নতুন পথ অসলম্বন করেছে। এই ধরণের উদ্যোগ মেট্রো রেলের নন-ফেয়ার রেভিনিউ-কে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এই প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, এই লক্ষ্যে মেট্রো রেল দেড় কোটি টাকা আয়ও করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত নন-ফেয়ার রেভিনিউ (এনএফআর) হিসাবে ৪০.১২ কোটি টাকা পেয়েছে কলকাতা মেট্রো।

ইউনিয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে 'এমপাওয়ার হার' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সারা দেশে মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদানকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁদের প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও-র নির্দেশক্রমে 'এমপাওয়ার হার' নামে এক কর্মসূচির আয়োজন করে।

এই অনুষ্ঠানটি ইউনিয়ন ব্যাংকের অন্ডাল শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা জোনাল হেড সুধাকর রাওয়ের নির্দেশে এই কর্মসূচির সূচনা করেন দুর্গাপুরের আঞ্চলিক প্রধান ভবেশ প্রকাশ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি রিজিওনাল হেড অবিনাশ আগরওয়াল, অন্ডাল ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অঞ্জু কালুন্দিয়া সহ সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের অন্যান্য কর্মীরাও।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুরের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজনও করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অন্ডাল শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অঞ্জু কালুন্দিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পর্যবেক্ষক হিসেবে চিহ্নিত ২১ আইএএস-আইপিএস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন এরাজ্য থেকে বাইরের রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর জন্য মোট ২১ জন আইপিএস ও আইএএস আধিকারিককে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে থাকছেন ১২জন বরিষ্ঠ আইএএস ও ৯ জন আইপিএস আধিকারিক। এই ২১ জন আধিকারিককে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে ভিন রাজ্যে পাঠানো হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, অন্যান্য রাজ্য থেকে যেমন আইএএস আইপিএস অফিসাররা এইরাজ্যে আসছেন তেমনই এরাজ্যের ২১ জন আইএএস আইপিএসকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের বাইরের রাজ্যে পাঠানো হবে পর্যবেক্ষক হিসেবে। আগামী সোমবার ওই ২১ জন আধিকারিকের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে কমিশনের তরফে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তারাও দিল্লি থেকে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সামিল হবেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ।

বেনারস ও রক্সৌলের জন্য পূর্ব রেলের হোলি স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হোলির জন্য হাওড়া- রক্সৌল, হাওড়া- বেনারস স্পেশাল ট্রেন ঘোষণা করল পূর্ব রেল।

এই সময়ে ওই জায়গাগুলিতে যাত্রীদের বাড়তি চাপের জন্যই এই দুটি স্পেশাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত পূর্ব রেল নিল। এতে যাত্রীদের যাত্রার সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে বলেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উত্তর ভারতের মতোই গোটা দেশে হোলি উৎসবের আগে আত্মীয় পরিজনরা নিজের বাসস্থানে ফিরে আসে। তাই নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে ট্রেনের টিকিটের দীর্ঘ চাহিদা, অপেক্ষাকরতে হয় যাত্রীদের।

এবার যাত্রীদের সুবিধার্থে এই দুটি স্পেশাল ট্রেন সহায়ক হবে বলেই মনে করছে পূর্ব রেল।

হাওড়া - রক্সৌল এবং হাওড়া - বেনারস স্পেশাল ট্রেন অতিরিক্ত যাত্রীদের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেবে বলেই জানাচ্ছে পূর্ব রেল।

০৩০৪৩ হাওড়া , রক্সৌল হোলি স্পেশাল হাওড়া থেকে ২৩ মার্চ শুক্রবার রাত ১১ টার সময়ে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৪ মার্চ শনিবার দুপুর ২ টা ১৫ মিনিটে রক্সৌল পৌঁছবে।

০৩০৪৪ রক্সৌল , হাওড়া হোলি স্পেশাল রক্সৌল থেকে ২৩ মার্চ শনিবার বিকেল ৪ টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৪ মার্চ সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে রবিবার হাওড়া পৌঁছবে।

ট্রেনটি যাত্রাপথে ব্যান্ডেল , বর্ধমান , খানা , দুর্গাপুর , আসানসোল , চিত্তরঞ্জন , মধুপুর এবং জেসিডি স্টেশনে দাঁড়াবে।

০২৩৭১ হাওড়া , বেনারস হোলি স্পেশাল ২৩ মার্চ শনিবার সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ওই দিন রাত ১০ টা ৪৫মিনিটে বেনারস পৌঁছবে।

০২৩৭২ বেনারস , হাওড়া হোলি স্পেশাল বেনারস থেকে ২৩ মার্চ শনিবার রাত ১১ টা ০৫মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছবে ২৪ মার্চ রবিবার দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটে।

ট্রেনটি যাত্রাপথে বর্ধমান, খানা , দুর্গাপুর , আসানসোল , চিত্তরঞ্জন , মধুপুর এবং জেসিডি স্টেশনে দাঁড়াবে। দুটি রুটের ট্রেনে জেনারেল ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং বাতানকুল কামরা থাকবে। টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে পূর্ব রেলের স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তারকেশ্বরে শিবরাত্রি মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাবেশ হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন তারকেশ্বর যান ।তাই এই বিশেষ দিনে পূর্ব রেল স্পেশাল ও অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে ভক্তরা সহজে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। এই উপলক্ষে এক জোড়া স্পেশাল ইএমইউ ট্রেন হাওড়া-তারকেশ্বরের মধ্যে চালানো হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ মার্চ ২০২৪ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন! ১০০ ডায়াল করে পুলিশে ফোন স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্ত্রীকে খুন করে ১০০ -তে ফোন। নিজেই খুনের কথা স্বীকার করলেন স্বামী। বৃহস্পতিবার সকালে বেহালার বাড়িতে পুলিশ এসে দেখল মৃতদেহের পাশে বসে রয়েছেন অভিযুক্ত স্বামী।

ঘটনাটি বেহালার রাজা রামমোহন রায় রোডের সুকান্তপল্লির ঘটনা। মৃতার নাম কৃষ্ণা দাস। অভিযুক্ত স্বামী কার্তিক দাস। পেশায় মুরগী ব্যবসায়ী। দম্পতি সুকান্ত পল্লিতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কৃষ্ণা এবং কার্তিকের পাঁচ বছরের এক কন্যা ও ১২ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্যদিন ঝুটঝামেলা লেগেই থাকত। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি রোজ-রোজ অশান্তি হচ্ছিল। তবে তার জেরে এত বড় কাণ্ড ঘটবে কেউ বুঝতে পারেনি।

এই কারণেই স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, মহিলার যে পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে তা জেনে যান কার্তিক। এরপরই বুধবার রাত্রিবেলা শ্বাসরোধ করে নিজের স্ত্রীকে খুন করেন ওই ব্যক্তি। তারপর ১০০ ডায়াল করে নিজেই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ। ঘটনা টিক কি তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিকেরা। পুলিশের সন্দেহ, দুই সন্তানের সামনেই স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন স্বামী। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুলিশকে খবর দেননি। বৃহস্পতিবার কার্তিকের ফোন পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর দুই সন্তানকে ওই বাড়িতে দেখতে পায়নি।পুলিশ সূত্রে খবর, রাত ১টা নাগাদ ওই ঘটনার ঘটার অনেক পরে পুলিশকে খবর দেন কার্তিক। পুলিশ আসার সময়েও তিনি বসেছিলেন স্ত্রীর পাশেই। তবে মাঝের সময়টিকে তিনি কিছু কাজ করেছেন। প্রথমেই দুই পুত্র এবং কন্যাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন অন্যত্র।

১০ কোটির আইফোন চুরির ঘটনায় তদন্তভার গেল সিআইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ কোটি টাকার আইফোন চুরি যাওয়ার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ওপর আর ভরসা রাখতে পারল না কলকাতা হাইকোর্ট। এবার তদন্তের ভার তুলে দেওয়া হল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডির হাতে।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ সেপ্টেম্বর চেন্নাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে একটি ট্রাকে করে ১৫০০টি আইফোন আসার পথে বাংলার সীমানায় প্রবেশ করতেই চলন্ত ট্রাক থেকে কিছুটা ফিল্মি কায়দাতে উধাও হয়ে যায় ওই সমস্ত আইফোন। জানা যায় উধাও হয়ে যাওয়া আইফোনের বাজার দর প্রায় ১০ কোটি টাকা। এই ঘটনায় এর আগে জেলা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে এই গোটা ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সূত্রের খবর, যে পরিবহণ সংস্থার ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছিল এই আইফোন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই ট্রাকটিতে তার গতিপ্রকৃতি জানার জন্য একটি অত্যাধুনিক জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করা হত। যার ফলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় যদি ট্রাকটি পাঁচ মিনিটের জন্য থামে সেক্ষেত্রে বার্তা পাঠানো হত পরিবহণ সংস্থার অফিসে। এরপরেই সংস্থার মূল কার্যালয় থেকে পদক্ষেপ করা হত।

ট্রাকটি প্রসঙ্গে সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়, ২৮ সেপ্টেম্বর ভোরে তা পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়া বাজার এলাকার একটি পেট্রল পাম্পে পাঁচ মিনিট ধরে পার্ক করা ছিল। এরপর

চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু, তিনি ফোন তোলেননি। প্রায় ৪৫ মিনিট পর ডেবরা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে দেখে আইফোন চুরি হয়ে গিয়েছে। এদিকে ওই ট্রাকের চালক এবং হেল্পার কেউই ছিলেন না গাড়িতে। এরপরেই ঘটনাটির তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযোগ, এই ঘটনায় ১০ অক্টোবর এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারা যায়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় এই আইফোন চুরির ঘটনায় পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করছে না, এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের শরনাপন্ন হয় সংশ্লিষ্ট পরিবহণ সংস্থা। গত বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, এই কোম্পানিতে দেশজুড়ে পরিবহণ পরিষেবা দিয়ে থাকে। আর এই ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। কিন্তু, এই কোটি কোটি টাকার আইফোন চুরির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরই বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের হাতে থেকে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিআইডির হাতে। আদালত সূত্রে খবর, মামলাটির পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার।

রেশন দুর্নীতিতে ৬টি মামলার তদন্ত আপাতত স্থগিতের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির ছ'টি মামলার তদন্ত আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। আগামী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য পুলিশ আপাতত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না ওই মামলায়। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যে এফআইআরগুলি হয়েছিল, তার তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধরপাকড় শুরু হওয়ার পর প্রকাশ্যে আসে রেশন দুর্নীতি। গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ বেশ কয়েকজন। এই রেশন দুর্নীতির তদন্তের সূত্র ধরেই শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায় ইডি। সেই মামলায় পুলিশের তদন্তে এবার অন্তর্বর্তী স্থাগতাদেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

রেশন দুর্নীতি মামলায় হলফনামা দেওয়ার জন্য আদালতে ১৫ দিন সময় চেয়েছে রাজ্য। রাজ্যকে কেন সময় দেওয়া হল, তা নিয়ে আপত্তি জানানো হয় ইডির তরফ থেকে। সেই আপত্তির জবাবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর যুক্তি ছিল, প্রধান বিচারপতি ইডি অফিসারদের হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। আর ওই হামলার মূলেই রয়েছে রেশন দুর্নীতির মামলার তদন্ত। কিন্তু রাজ্য তার বক্তব্য যেহেতু হলফনামা দিয়ে জানাতে চায়, তাই তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে তারা এই সংক্রান্ত কোনও মামলার তদন্ত করতে পারবে না, এমনটাই নিশ্চিত করেছে আদালত। হলফনামা দিলে শুনানি করে নির্দেশ দেওয়া হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৮ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

১০ মার্চ 'জন গর্জন' সভা। তার আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণানন্দ মহারাজকে দেখতে গেলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট অসুস্থ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। তাঁকে দেখতে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক দিন ধরে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। স্মরণানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি মঠ এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এসেছিলেন। তিনি মহারাজের সুস্থতা এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন. জানা গিয়েছে, দিন ছয়েক আগে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মরণানন্দ মহারাজ। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু রবিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ৯২ বছর বয়সি মহারাজের চিকিৎসা চলছে। মঠ সূত্রে খবর, বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছেন মহারাজ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর বয়সের কথা মাথায় রেখে স্নায়ু এবং অন্যান্য বিভাগের চিকিৎসকেরাও তাঁকে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে।

ব্রিগেডে জনসভার আগে হাতাহাতি তৃণমূলের দুই কাউন্সিলরের অনুগামীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা। আর এই সভার জন্যই গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কর্মীদের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেখানেই দুই কাউন্সিলরের অনুগামীদের মধ্যে ঝামেলা বাধে বলে অভিযোগ। এই ঝামেলা বড় আকার নেয়। কাউন্সিলরের অনুগামীদের মধ্যে মারামারি, চুলের মুঠি ধরে মার, রাস্তায় ঠেলে ফেলার মতো আরও অনেক কিছুই হয়। পথ অবরোধে বসেন শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা। জনগর্জন সভার আগে এদিন গীতাঞ্জলিতে তৃণমূলের অন্দরের এই ছবি স্বাভাবিকভাবেই দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা হয় বুধবার রাতে। দুই কাউন্সিলর লিপিকা মান্না ও সুশান্ত ঘোষের মধ্যে ঝামেলার ফসলই অনুগামীদের হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে লিপিকা মান্না জানান, 'আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমাকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার ছেলে মেয়েদের মারছে। আমার শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে।' এরপরই লিপিকা মান্না এসে থানার সামনে বসে পড়েন। তিনি বলেন, 'অনেক অভিযোগ করেছি। পুলিশ কিছুই ব্যবস্থা নেয় না।' অন্য দিকে সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'আমি ৮ বছর ধরে এখানে এটা সামলাই। দলের কারও মদতে ইচ্ছে করে গোলমাল হচ্ছে। জানি না কেন করছে।' এদিকে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে লিপিকা মান্নার নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা এসে হাজির হন কসবা থানার সামনে।

সন্দেশখালিতে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত এখন সিবিআই হেপাজতে, মনে করালেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে খুনের অভিযোগে প্রথমে নাম থাকলেও, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে চার্জশিটে নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল শেখ শাহজাহানের। বৃহস্পতিবার সেই মামলারই শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে। কেন নাম বাদ, মামলায় বিচারপতি সেনগুপ্ত রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তবে এই হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে। সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে তিনটি খুনের অভিযোগ রয়েছে।

বিচারপতি এদিন এও নির্দেশ দেন, খুনের অভিযোগের মামলায় নিম্ন আদালতের সমস্ত বিচার আপাতত স্থগিত থাকবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৯ মার্চ পরবর্তী শুনানি। আগামী শুনানিতে এই সংক্রান্ত সব মামলার কেস ডায়েরি পুলিশকে হাজির করতে হবে আদালতে, নির্দেশ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। এরই পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিচারপতি কটাক্ষের সুরে জানান, যার নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ, তিনিই তো এখন সিবিআই গারদে। সব পক্ষের হলফনামা শোনার পর অর্ডার দেব।

আদালত সূত্রে খবর, এদিনের শুনানিতে, মৃতদের পরিবারের পক্ষের আইনজীবী মামলার বিষয় উল্লেখ করেন। তাতে শেখ শাহজাহানের নাম উঠে আসে। মামলাকারী আইনজীবী আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে জানান, তিনটি খুনের অভিযোগে এফআইআর-এ প্রথমে নাম থাকলেও, শাহজাহানের নাম অজানা কারণেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনানির সময়, শাহজাহান নামটা শুনতেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, 'এখন আর চিন্তা নেই। সিবিআই হেফাজতেই তো আছেন এই মামলার অভিযুক্ত।'

প্রসঙ্গত, এই মামলা ২০১৯ সালের। পদ্মা মণ্ডল নামে সন্দেশখালির এক মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী প্রদীপ মণ্ডলকে খুন করেছিল শেখ শাহজাহানের দল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হাটগাছি অঞ্চলের ৫৬ নম্বর বুথে বিজেপি জয়ী হয়। এরপরই ভোটগণনার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে শাহজাহানের লেঠেল বাহিনী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রদীপের চোখের মণিতে গুলি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ জানানো হয় মৃতের পরিবারের তরফ থেকে। একইসঙ্গে প্রদীপকে তলোয়ার ও ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী। এরপর থেকে দীর্ঘদিন তিনি তাঁর সন্তানকে নিয়ে ভয়ে বাড়ি ছাড়া ছিলেন। আর এই মামলায় এফআইআর দায়েরও করেছিলেন। তাতে প্রথমেই নাম ছিল শেখ শাহজাহানের। এদিকে অভিযোগ, এফআইআর-এর প্রথমে নাম থাকলেই শাহজাহানের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ওই বছরই সন্দেশখালির হাটগাছি অঞ্চলের আরও দু'জনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে নদীর ধার থেকে এক জনের হাড়গোড় উদ্ধার হয়। ডিএনএ টেস্ট করে দেখা যায় নিখোঁজ ব্যক্তিরই কঙ্কাল সেগুলো।

তাপসের ইস্তফা গৃহীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে গৃহীত তাপস রায়ের ইস্তফাপত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধানসভার স্পিকারের কাছে ফের ইস্তফাপত্র জমা দেন বিজেপি নেতা (প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক) তাপস রায়। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা গ্রহণ করেছেন। এদিন বিধানসভা থেকে বেরিয়ে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের জন্য শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেন তিনি। সেই সঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন।

দিন কয়েক আগেই দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। দলের পাশাপাশি বিধায়ক পদ ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছিলেন। সেই মতো বুধবার বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে জানা যায়, পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তা গৃহীত হয়নি। ফের পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। সেই মতো বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ে বিধানসভায় পৌঁছন তাপস রায়। এদিন তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নেও কড়া পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলে পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। পরীক্ষায় আর কোনও বিতর্কিত ইস্যুতে প্রশ্ন করা যাবে না বলে কড়া নির্দেশ দেওয়া হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হল, এমন কোনও প্রশ্নে করা যাবে না যাতে পর্ষদ ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আর সেই কারণেই স্কুলের পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতে হবে বলে নির্দেশ গেল রাজ্য জুড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত স্কুলে।

সম্প্রতি টেস্ট পরীক্ষায় এক স্কুলের তরফে 'আজাদ কাশ্মীর' নিয়ে প্রশ্ন করায় বিতর্ক হয়। এই প্রথম নয় বাবরবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় বইয়ের বাইরে থেকে প্রশ্ন এসেছে বলেও অভিভাবকেরা অভিযোগ জানিয়াছেন। বহু স্কুলে এই কারণে ভাঙচুরও করা হয়েছে। তার জেরেই এবার পর্ষদ স্কুলগুলোকে প্রশ্ন করা নিয়ে সতর্ক করে এই নির্দেশ বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

আদালতে স্বস্তি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে স্বস্তি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর। তাঁর বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল তাতে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অধীরের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া ফাইনাল রিপোর্টও দিতে পারবে না পুলিশ। এমনকী আদালতের তরফ থেকে এদিন এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, অধীরের সঙ্গে কথা বলতে হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে তাঁকে জানিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলতে হবে পুলিশকে। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এমনই সব নির্দেশ দেয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি

কিছুদিন আগেই 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' উপলক্ষে বাংলায় এসেছিলেন। সেই সময় রাহুল গান্ধির কনভয়ের একটি গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সফরে ছিলেন সাংসদ অধীর চৌধুরীও। পুলিশের অভিযোগ, সেখানে তিনি উত্তেজক বক্তব্য রাখেন আর তাতে কংগ্রেস সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনাতেই অধীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪১ এ ধারায় নোটিস পাঠানো হয়েছিল। ওইদিন ঠিক কী ঘটেছিল কেনই বা জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তা জানতে অধীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে সূত্রের খবর। সেই এফআই আর খারিজের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে যান অধীর। এদিকে অধীরের আইনজীবীর বৃহস্পতিবার শুনানির সময় আদালতে দাবি করেন, এই ধরনের কাচ ভাঙার ঘটনা এ রাজ্যের বাইরেও হয়। পুলিশ মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে হেনস্থা করতে চাইছেন। এদিকে, রাজ্যের দাবি, অধীর যে উস্কানি দিয়েছেন তাতে ফৌজদারি মামলার ধারা যুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এদিনের এই শুনানির পর সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ৫ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।

তৃণমূলের 'ওয়ার টিম'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ময়দানে অন্য রাজনৈতিক দল বিশেষত বিজেপির মোকাবিলায় 'ওয়ার টিম' তৈরি করছে তৃণমূল । যার মূল কাজ, বিজেপির কটাক্ষ, আক্রমণের পত্রপাঠ জবাব দেওয়া সোশাল মিডিয়ায় । কুৎসা, অপমানের তৎক্ষণাৎ মোকাবিলায় মুখের উপর জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে বিশেষ টিম। মুখপাত্ররা ছাড়াও এই টিমে সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলার-সহ থাকবেন মোট ৪০ জন। তার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

ভোটযুদ্ধে বর্তমানে ডিজিটাল মিডিয়ায় জনসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আর সেই ক্ষেত্রে বিরোধীদের মোকাবিলায় নতুন শক্তি নিয়ে ঝাঁপাচ্ছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। আগেই জেলা সংগঠনের সঙ্গে আলাদা বৈঠক চলাকালীন এই টিম তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশেষ করে বিজেপির আইটি সেলকে পালটা বাক্যবাণে কুপোকাত করতে এই উদ্যোগ। ঠিক হয়েছে, ৪০ জনের টিমে থাকবেন তৃণমূলের মুখপাত্র, সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলররা। প্রত্যেকের দায়িত্ব, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সোশাল মিডিয়ায় চোখ রেখে দ্রুত পালটা জবাবের প্রস্তুতি রাখা।

শিব ব্রতীদের পুজোর উপকরণ প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কথিত আছে, ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তাই এই তিথি মহাশিবরাত্রি হিসেবে পালিত। ভক্তদের বিশ্বাস, নিয়মনীতি মেনে শিব পুজো করলে শিবের কৃপায় সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার হালিশহর পুরসভার ৪,৬,১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অসহায় ব্রতীদের হাতে পাঁচ রকমের ফল ও মোমবাতি তুলে দিলেন প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত। এদিন ২০০ জন মহিলার হাতে ফল তুলে দেওয়া হয়। হালিশহারের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত বলেন, 'সাংসদ অর্জুন সিং সারা বছর মানুষের সেবা করেন। তাঁর নির্দেশ মেনেই তাঁরাও মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। এদিন পুর অঞ্চলের ২০০ জন মহিলার হাতে পাঁচ রকমের ফল তুলে দেওয়া হয়।'

সম্পাদকীয়

‘... আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে’

রবীন্দ্রালোকে সৃষ্ট প্রতিবাদিনী মৃণাল যখন বলে ‘... তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি, সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি’ তখন বোধহয় আধুনিক নারীর অন্তরের একান্ত আকূতিই ধ্বনিত হয়। বর্তমানে অনেকেরই ‘আধুনিকতা’ আবরণেই, আলোর প্রতি পরাঙ্মুখ কূপমন্ডক অন্তরলোক প্রাণিত হয় না আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হতে। তবে নারী যে কেবল এক সম্পত্তি বা উপভোগের সামগ্রী নয়, এ ভাবনাও আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নারীরও নিজস্ব সত্তা আছে, আছে নিজস্ব মন ও মনন এবং জগত-বিষয়ে ক্রমে সচেতনা জাগছে অন্তত একাংশের মাঝে। আধুনিক নারীর কাছে স্বাধীনতার সাথে সাথে দায়িত্বের সমভার গ্রহণও এক চ্যালেঞ্জ যেমন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যবর্তী অদৃশ্য সীমারেখার অনতিক্রম্যতা বজায় রাখাও। এও অবশ্য সত্য যে ভিন্ন ভাবনার ও ব্যতিক্রমীদের জীবন ও যাপন কণ্টকমুক্ত নয়, স্বপ্নপূরণও অনায়াস ও সহজলভ্য নয়। কারণ এই সমাজের কিছু অংশের মানসিকতার পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। প্রসঙ্গত সার্ধ শতবর্ষের অধিক পূর্বে জন্মগ্রহন করা প্রথম অন্যতমা মহিলা স্নাতক এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যিনি সংসার সন্তান সামাল দিয়েও পেশায় সফল এবং দেশহিতব্রতে ছিলেন সদা সক্রিয়, তাঁকেও শিক্ষাগ্রহণ এবং পেশার জগতে অনেক অবহেলা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরিশেষে আবার মনে পড়ে গেল যে ঘটনা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেকথা। লৈঙ্গিক সমানাধিকারের সংগ্রামে সাফল্য আসবে তখনই যখন চিন্তাধারা ও মানসিকতার পরিবর্তন আসবে পুরুষের, সমাজের এবং অবশ্যই নারীসমাজের একাংশেরও। এভাবেই অর্ধেক পুরো হবার পথে এগোবে এ প্রত্যয় অর্জনই নারীদিবস পালনের সার্থকতা— এমন ভাবনার মাঝে এও যেন মনে পড়ে গেল, একুশ শতকের নারীশক্তির জয়যাত্রার, বন্ধন থেকে মুক্তির, অবদমন থেকে স্বাধীনতার অভীপ্সাই রূপ পেয়েছে কবির সুস্পষ্ট এ উচ্চারণে ‘আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে/আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে’।

আনন্দকথা

স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা — সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

‘‘বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে ‘আমার রাম’ ‘আমার হরি’, কিন্তু মনে বেশ জানে — এরা আমার কেউ নয়।

‘‘কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? — আড়ায় পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ — এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

‘‘তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

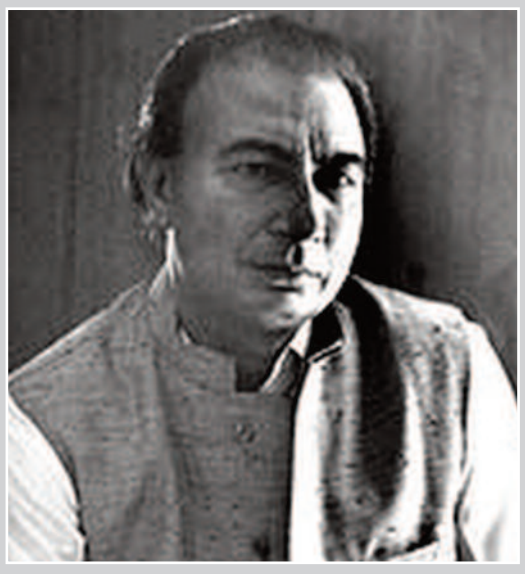

সাহির লুধিয়ানভি

১৯২১ *বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি সাহির লুধিয়ানভির জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসুন্ধরা রাজের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারদিন খানের জন্মদিন।*

আজ ৫০-এ পা দিল আন্তর্জাতিক নারীদিবস

ভারতের রাজনীতিতে মহিলা

অশোক সেনগুপ্ত

প্রতি বছর ৮ মার্চ সারা বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। কিন্তু এবারের ওই দিবসের একটা অন্য মাত্রা আছে। প্রথমত, সরকারিভাবে ওই দিবস উদযাপন এবার ৫০ বছরে পা দিল। দ্বিতীয়ত, কিছুকাল আগেই ভারতের সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের বিল পাশ হয়ে গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তা কার্যকর হবে ২০২৯ সালে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বারবার নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন, তার ছাপ ২০২৪ সালের নির্বাচনেই রাখতে চায় বিজেপি।

নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপলব্ধির জন্য পালিত হয় দিনটি। এছাড়া নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৭৫ সালে, জাতিসংঘ ৮ মার্চকে স্বীকৃতি দেয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। সেই হিসাবে এবার দিবসটি ৫০-এ পা দিচ্ছে। যদিও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ১৯০৯ সালে শুরু হয়। ১৯১০ সালে, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ভারতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মহিলা সংরক্ষণ আইন পাস করার ভাবনা এবং আলোচনা দীর্ঘ। যুগে যুগে হরেক আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২০২৩-এর ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার সংসদের নিম্নকক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভার এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করার আইন প্রবর্তন করে।*আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল প্রায় তিন দশক পর ভারতের সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় সংবিধান (একশত আটাশতম সংশোধনী) বিল, ২০২৩ পেশ করেন, যা*মহিলা সংরক্ষণ বিল নামেও পরিচিত। মহিলা সংরক্ষণ বিলটি লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করবে।

২০২১-এ ভদোদরার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক রুচভি দাতানি ব্লগে ‘ভারতীয় রাজনীতিতে নারী গণতন্ত্রীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ’ শিরোনামায় একটি আলোচনায় লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধী মোরারজি দেশাইকে ৩৫৫-১৬৯ ভোটে হারিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতন্ত্রের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। শ্রীলঙ্কার সিরিমা বন্দরনায়েক একমাত্র অন্য মহিলা যিনি তখন পর্যন্ত একটি জাতীয় সরকারের প্রধান ছিলেন। দুই দশক পরে, ১৯৮৫ সালে, কংগ্রেস ৩২ জন মহিলা প্রার্থীকে মনোনীত করেছিল, তবে ১৯৮০ সালে মাত্র ১৯ এবং ১৯৯০ সালে ১৭ জন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে কংগ্রেসের অন্তঃদলীয় ক্ষমতা কাঠামোতে মহিলাদের অপর্যাপ্ত প্রভাব রয়েছে, বিশেষ করে যখন এটি টিকিট বন্টন বা প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আসে।

মহিলা আইন প্রণেতাদের সামগ্রিক শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারত অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ এবং রুয়ান্ডার চেয়ে। রুয়ান্ডার বিধায়কদের ৬২ শতাংশ নারী; যা বিশ্বজুড়ে একটি দেশে সর্বোচ্চ নারী প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ।ভারতের লোকসভায় মোট সদস্যের ১৪.৫৮ শতাংশ নারী। ২০১৮ সালের হিসাবে, ভারতীয় জনতা পার্টি ৩ কোটি মহিলা সদস্য রয়েছে বলে দাবি করেছে। যেখানে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছে ১ কোটি, এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস দাবি করেছে লক্ষ লক্ষ।

এই অবস্থায় ইন্দিরা ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করে কংগ্রেস। মহিলাদের আরও বেশি করে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ানোর উদ্দেশে এই পরিকল্পনা। ভারতীয় যুব কংগ্রেসের একটি উদ্যোগ এই ইন্দিরা ফেলোশিপ। তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়, সেটি ভারতে মহিলাদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক ফেলোশিপ। ওয়েবসাইটে গিয়ে এই ফেলোশিপের জন্য সরাসরি আবেদন করার*কথা লেখা হয়। ২০২৩-এর ২৩ আগস্ট কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একটি টুইট করে বলেন, ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হবে, যখন নারীরা সমাজে পুরুষদের সমান জায়গা দখল করবে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে তাঁদের চলাচলের মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা যাবে বলে জানান তিনি।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর ‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট’ ২০২১ বলে, লিঙ্গবৈষম্যের নিরিখে গত এক বছরে ভারত ২৮টি দেশের পিছনে চলে গিয়েছে; ১৫৬টি দেশের মধ্যে এখন ভারতের স্থান ১৪০তম স্থানে। শেষ কুড়িতে জায়গা এই প্রথম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা হ্রাসই পশ্চাদপসরণের প্রধান কারণ।

গোটা দেশেই এ বার বিজেপি মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়াবে বলেই জানা গিয়েছে। তবে বাংলায় বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল (পোশাকি নাম ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’) নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের পক্ষে বিজেপির সঙ্গে তুলনা টেনে আনা হয়। প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছিলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা সংরক্ষণ বিলের মা।’’ আর এক সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সেই আলোচনাতেই বলেছিলেন, ‘‘লোকসভায় তৃণমূলের মহিলা সাংসদের সংখ্যা ৯। অর্থাৎ আমাদের ৪০ শতাংশ সাংসদ মহিলা। বিজেপির মহিলা সাংসদের সংখ্যা মাত্র ১৩ শতাংশ।’’

দেশের কোথাও বিজেপির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই জানিয়ে কাকলি বলেছিলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের জয়ীদের মধ্যে ৫৩.৬৬ শতাংশ, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪২.৯৭ শতাংশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত বিজয়ীদের ৩৫.৬৬ শতাংশ মহিলা’’। সেই সময়েই অর্থাৎ গত সেপ্টেম্বরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তরফে ৫০ শতাংশ মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।’

মহিলা প্রার্থীর নিরিখে তৃণমূল খুবই আশাব্যঞ্জক স্থানে আছে। লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে তাঁরা যে অনুপাতে মহিলা প্রার্থী রাখেন তিনি, দেশে তা বিরল। রাজ্যসভায় তৃণমূলের মহিলা সাংসদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম ছিল। লোকসভায় তৃণমূলের সাংসদদের ৪২ শতাংশ মহিলা। বিধানসভায় তৃণমূল সদস্যদের ৩৩ শতাংশের বেশি মহিলা। সেখানে গত রাজ্যসভায় তৃণমূলের ১৩ জনের মধ্যে মাত্র দু’জন মহিলা; দোলা সেন ও মৌসম বেনজির নুর। সেই সংখ্যাই এ বার এক ধাক্কায় পাঁচে চলে গেল। তৃণমূলের বিদায়ী চার রাজ্যসভা সাংসদের তিন জনকেই প্রার্থী তালিকায় রাখেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বদলে যে তিন জনকে আনেন, প্রত্যেকেই মহিলা। সুস্মিতা দেব আগেও রাজ্যসভায় গিয়েছেন তৃণমূলের হয়ে। বাকি দু’জন নতুন। মমতাবালা ঠাকুর লোকসভায় ছিলেন আগে। রাজ্যসভার পথে প্রথম। এবং সাগরিকা ঘোষ সব দিক থেকে নতুন মুখ তো বটেই, তালিকায় সবচেয়ে বড় চমকও। লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে না গেলেও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সব দলই। সংরক্ষণের বিল পাশ হওয়ায় বিজেপি এ বার দেশে এক তৃতীয়াংশ মহিলা প্রার্থী দিতে চায়। সেই মর্মে এই রাজ্যেও নির্দেশ এসেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘আমাদের দলে প্রার্থী বাছাই করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ভোট অনেক দূরে। তবে মহিলাদের সম্মান এবং সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোনও দলের সঙ্গে তুলনা চলে না বিজেপির।’’

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে ২০১৯ সালে এই রাজ্যে বিজেপি পাঁচ জন মহিলা প্রার্থী দিয়েছিল। জিতেছিলেন হুগলিতে লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং রায়গঞ্জে দেবশ্রী চৌধুরী। মন্ত্রীও করা হয়েছিল দেবশ্রীকে। পরে অবশ্য তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ভোটে হেরে গিয়েছিলেন মালদহ দক্ষিণে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, ঘাটালে ভারতী ঘোষ এবং জঙ্গিপুরে মাফুজা খাতুন।

বিজেপি সূত্রে যা খবর, তাতে এই ছ’জনই এ বারেও টিকিট পাচ্ছেন। এর পরেও ছ’জনকে প্রার্থী করতে হবে। বাংলায় ৩৩ শতাংশ আসন মানে ১৪। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ কমপক্ষে এক ডজন আসনে প্রার্থী দিতেই হবে। ফলে অতীতে বড় নির্বাচনে না লড়া অনেক নেত্রীই এ বার সুযোগ পেতে পারেন। এঁদের মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি অবশ্য বাবুল সুপ্রিয় পদত্যাগ করার পরে আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ার পরে ভবানীপুর উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হলে তাঁর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন বিজেপির আইনজীবী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।

গত বিধানসভায় নির্বাচনে সোনারপুর দক্ষিণ আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু, বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজেপির টিকিট পান কেয়া ঘোষ। এঁদের অনেকের নামই প্রার্থী তালিকায় দেখা যেতে পারে। রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি চিকিৎসক মধুছন্দা কর, গত বিধানসভায় দমদম উত্তরের বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক অর্চনা মজুমদারের নামও উঠে আসতে পারে। তবে এ সবই প্রাথমিক আলোচনা। সবটাই ঠিক করবে বিজেপির সংসদীয় কমিটি।

ভারতের ১০ প্রভাবশালী মহিলা রাজনীতিক (কালানুযায়ী)

সরোজিনী (চট্টোপাধ্যায়) নাইডু

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ - ২ মার্চ ১৯৪৯)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম (ভারতীয়) মহিলা সভাপতি। পড়াশোনা লন্ডন ও কেম্ব্রিজে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় যোদ্ধা হিসাবে কয়েকবার কারাবাস করেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি যোগ দেন ডান্ডি পদযাত্রায়। ১৯৪৭-এ উত্তরপ্রদেশের প্রথম রাজ্যপাল হন।

সুচেতা (মজুমদার) কৃপালিনী

(২৫ জুন ১৯০৮ - ১ ডিসেম্বর ১৯৭৪)

ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। দেশের সংবিধান রচনার উপসমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট রাত ১২টার সময় গণ পরিষদে প্রথম স্বাধীনতার দিনে সদ্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত ‘Tryst with destiny’ শীর্ষক ভাষণের পরে বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিনি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অখিল ভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৩-১৯৬৭ তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

অরুণা আসফ আলী

(১ জুলাই, ১৯০৯-২৯ জুলাই ১৯৯৯)

জন্মসূত্রে গাঙ্গুলি। জন্ম পঞ্জাবের কালকায়। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৯ আগস্ট বোম্বাই (মুম্বাই) গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে এনে সেই জায়গায় ত্রিরঙা পতাকা উড়িয়ে সংগ্রামী সকলের মাঝে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কয়েকবার জেলে যেতে হয়েছিল। পরে তিনি কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে সোসিয়ালিস্ট দলে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৮৭। ভারতরত্ন (১৯৯৭), পদ্মবিভূষণ (১৯৯২)-সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

পদ্মজা নাইডু

(১৭ নভেম্বর ১৯০০ - ২ মে ১৯৭৫)

সরোজিনী নাইডুর কন্যা। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। ২১ বছর বয়সে, তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম শাসিত রাজ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য জেলে যান। স্বাধীনতার পর, ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংসদে নির্বাচিত হন।

কল্পনা দত্ত

(২৭ জুলাই ১৯১৩ - ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

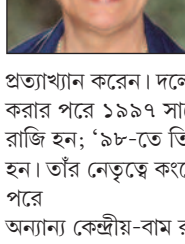

সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে অংশ নেন। সূর্য সেনকে মুক্ত করতে তিনি জেলে বোমা মারার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯৩৩ সালের ১৯ মে কল্পনাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বিচারে কল্পনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান। পরে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পুরান চাঁদ জোশীকে বিয়ে করেন।

ইন্দিরা ফিরোজ গান্ধী

(১৯ নভেম্বর ১৯১৭ - ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪)

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ এবং আবার ১৯৮০ থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। কঠোর ব্যক্তিত্বের জন্য হেনরি কিসিঞ্জার তাঁকে ‘আয়রন লেডি’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি চীনের সাথেল এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সংঘর্ষের সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে, বিবিসি-র অনলাইন সমীক্ষায় ‘সহস্র বছরের নারী’ উপাধি পান। ২০২০ সালে টাইম ম্যাগাজিন বিগত শতাব্দীতে ১০০ জন মহিলার মধ্যে তাঁকে রেখেছিল।

সোনিয়া গান্ধী

(এদভিগ এনতোনিয়া এ্যালবিনা মেইনো)
(জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬)

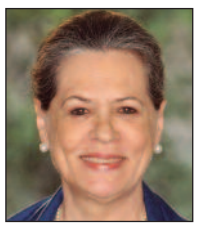

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর স্ত্রী। স্বামীর হত্যার পরে, সোনিয়াকে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতারা আমন্ত্রণ জানালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দলের পক্ষ থেকে অনেক আবেদন করার পরে ১৯৯৭ সালে রাজনীতিতে যোগ দিতে রাজি হন; ‘৯৮-তে তিনি দলীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস ২০০৪ সালের নির্বাচনের পরে
অন্যান্য কেন্দ্রীয়-বাম রাজনৈতিক দলের সাথে জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন করে। ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট (ইউপিএ) গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। ২০০৪ সালের জয়ের পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করে পরিবর্তে ক্ষমতাসীন জোট এবং জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

জয়ললিতা জয়রাম

(২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ - ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬)

তামিলনাড়ুর প্রথম নারী ও সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতিতে উপাধি পান ‘পুরাচ্চি থালাইভি’ অর্থাৎ, ‘বিপ্লবী নেত্রী’। রাজ্যসভায় এআইএডিএমকের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইংরেজিতে এবং বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতার কারণে দল তাঁকে দিল্লির রাজনীতিতে সক্রিয় করে। ১৯৮৭ সালে এম জি রামাচন্দ্রনের মৃত্যুর পর ১৯৮৯ সালে জয়ললিতা বিধানসভার সদস্য হন ও সে বার বিধানসভার প্রথম বিরোধী দলনেত্রী হন। ওই বছরই এআইএডিএমকের দুই অংশ একত্রিত হয়ে জয়ললিতাকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নেয়। সেই সময় সরকারি দলের বিধায়কদের হাতে তিনি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(জন্ম ৫ জানুয়ারী, ১৯৫৫)

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ২০ মে ২০১১ ওই দায়িত্ব নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে একাধিক দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৯৮ সালে*অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বের দীর্ঘতম শাসক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট পার্টির সমাপ্তি চিহ্নিত করে আলোড়ণ ফেলে দেন। ৩০ নভেম্বর ২০২১-এ, তিনি তাঁর পূর্বসূরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী হন। মমতা যদি কমপক্ষে ২৬ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত পদে থাকেন, তাহলে বিধান চন্দ্র রায়কে ছাড়িয়ে জ্যোতি বসুর পরে দ্বিতীয় দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠবেন।

মায়াবতী নায়না কুমারী

(জন্ম জানুয়ারি ১৫, ১৯৫৬)

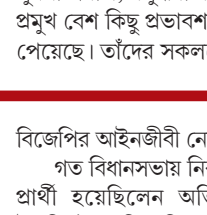

উত্তর প্রদেশের চার বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ‘৯৩, ‘৯৬ ও ২০০২-এ বিজেপি-র সহযোগিতায় এবং ২০০৭-এ পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি বহুজন সমাজ পার্টির চেয়ারম্যান। ওঁরা ছাড়াও ভারত ইলা মিত্র, সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, শীলা দীক্ষিত প্রমুখ বেশ কিছু প্রভাবশালী মহিলা রাজনীতিককে পেয়েছে। তাঁদের সকলকেই প্রণাম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে কেশপুরে বাহিনীর টহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে এবার দুই অভিনেতার লড়াই হতে চলেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেবের নাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও বিজেপির পক্ষ থেকে হিরণের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। যুযুধান দুই অভিনেতার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ বাড়ছে হু হু করে। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেশপুর বিধানসভা এলাকায়। ৩৪ বছরের বাম আমলে সিপিএমের প্রার্থীরা যেমন এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে তেমনি তৃণমূল সরকারের সময়ও প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের ব্যবধান একই রকম রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে অভিনেতা দেব ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সামান্য ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকলেও এই কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আশি হাজার ভোটে লিড নিয়ে বিজেপির ভারতী ঘোষকে অনেকটা পিছনে ফেলে জয়ী হন। সেই বাম আমল থেকেই এই কেশপুরে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। তাই এবার সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকেই কেশপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে। কথা বলছেন বাসিন্দাদের সঙ্গে। সকাল থেকে মাজুরহাটি সহ একাধিক এলাকায় টহল জারি রেখেছে বাহিনী।

মায়াপুর ইসকন জুড়ে গৌড় পূর্ণিমা মহোৎসব শুরু

নদিয়া: পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হয়ে গেল শ্রী চৈতন্যদেবের ৫৩৮ তম আবির্ভাব বা গৌড় পূর্ণিমা উৎসব। মায়াপুর ইসকনের গুরু মহারাজ সমন্বয়ে বিশেষ পূজা পাঠ ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত। আগামী ১২ মার্চ বিশ্বের সমস্ত দেশের ভক্ত সমন্বয় শুরু হবে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইসকন মন্দিরে ফিরে আসবে এই পরিক্রমা। আগামী ২৫ মার্চ অর্থাৎ হোলির দিন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের সন্ধিক্ষণে হবে বিগ্রহের মহাভিষেক অনুষ্ঠান। মায়াপুর ইসকনের গুরু পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ইতিমধ্যেই বিশ্বের সমগ্র দেশ থেকে দেশীয় বিদেশি ভক্তরা আসতে শুরু করেছে। সমস্ত দেশের ভক্তদের আগমনে মায়াপুর ইসকন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হবে বলে দাবি ইসকন কর্তৃপক্ষের। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম আবির্ভাব

৩৫ দিন ব্যাপী এই উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়েছে মায়াপুর ইসকন মন্দির চত্বরে। প্রতিদিন চলছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষের মেলবন্ধনে মায়াপুর ইসকন মিলন প্রায় মেলায় পরিণত হয়েছে। উৎসব শুরু হয়ে গেছে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার পতাকা উত্তোলন করা হল।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
9331059060, 9831919791

FORM No. 13
BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CUTTACK, ODISHA
C-71, SECTOR - 7 CDA, CUTTACK, ODISHA.
O.A NO. 504/2023

IDBI Bank Ltd ...Applicant
Versus
Debasis Ray & another ... Defendants
To
The Managing Director, Unitech Limited, Block C, 4th Floor, 22, Camac Street, Kolkata-16, West Bengal.

SUMMONS BY PAPER PUBLICATION FOR SHOWING CAUSE AS TO WHY THE RELIEF PRAYED SHOULD NOT BE GRANTED

Take notice that the applicant has instituted an O.A No. 504/2023 in the court of Debts of Recovery Tribunal, Cuttack for recovery of Rs. 39,01,932.00 only together with current and future Interest, costs and other reliefs. The above mentioned defendants are therefore, directed to appear before this tribunal in person or through an Advocate or duly authorized agent, in support of their defense to show cause within 30 days from the publication or on 22.04.2024 at 10.30 a.m. as to why reliefs prayed for should not be granted.

Take notice that in case of default, the application will be heard and determined in their absence.

Given under my hand seal of this Tribunal on this 21st day of February 2024.

Sd/- (Nikhila Ranjan Pati)
REGISTRAR

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF
SAMPURNA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Sampurna Suppliers Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	22/06/2006
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / Registered	ROC Kolkata
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51109WB2006PTC110095
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	4, Ram Kumar Rakhit Lane, Kolkata, West Bengal, India, 700007.
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	4 March 2024
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	5 March 2024
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Sandip Mitra IBBI Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00497/2017-18/10885 (AFA valid up to 20/09/2024)
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	53/C, Harish Mukherjee Road, Kolkata - 700 025. Email : sasoso@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	53/C, Harish Mukherjee Road, Kolkata - 700 025. Email : sandipmitra_2001@hotmail.com
11.	Last date for submission of claims	**04-04-2024**

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (Court-II) has ordered the commencement of liquidation of Sampurna Suppliers Private Limited on 5 March 2024.
The stakeholders of Sampurna Suppliers Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 4 April 2024, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.
In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Sandip Mitra
Liquidator in the matter of Sampurna Suppliers Private Limited
IBBI Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00497/2017-18/10885 (AFA valid up to 20/09/2024)
Date : 07-03-2024
Place : Kolkata

রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান অধীনে নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **মেসার্স রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)** মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ নিম্নোক্ত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাধীনে ই-নিলাম অধীনে বিক্রি করা হবে।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	শুক্রবার, ৮ এপ্রিল ২০২৪ দুপুর ১২ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে, অর্থাৎ প্রতিটি ই-নিলামের শেষ সময় ১০ মিনিট সম্প্রসারিত করা হবে নিলাম সমাপ্ত হওয়ার সময়ে ডাক দেওয়া হবে।
২.	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন দফাগুলি/ সম্পদ	বিকল্প এ : কোম্পানি চালু ভিত্তিতে ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস)রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(ই) এবং রেগুলেশন ৩২এ এবং ৩৩(১) অধীনে বিক্রয় করা হবে। বিকল্প বি : কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(বি) এবং ৩৩(১) সংস্থান অধীনে বিক্রি করা হবে। (উভয় বিকল্পের ক্ষেত্রে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে ভিত্তিতে" , এবং " কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"বিক্রি করা হবে এবং ব্যাঙ্কের আমানত/জমা/মার্জিন মানি স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হবে না)
৩.	সংরক্ষিত মূল্য	বিকল্প এ : ৯১.০০ কোটি টাকা (প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে।)। বিকল্প বি : ৯৩.৫০ কোটি টাকা (প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে।)
৪.	ইএমডি এবং দাখিলের শেষ তারিখ	৫.০০ কোটি টাকা ৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ দাখিল করতে হবে। (প্রতিটি বিকল্পের জন্য পৃথকভাবে)।
৫.	নিলামে অংশ গ্রহণ	সকল আগ্রহী ডাকদাতাকে ওয়েবসাইটে www.rigasugar.com এবং https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/ উপলব্ধ মেমোরান্ডাম প্রক্রিয়ায় বর্ণিত মতে সকল সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি পালন করতে হবে।
৬.	পর্যবেক্ষণ	আগ্রহী ডাকদাতারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ই-মেল cirp.riga-sugar@gmail.com মারফত যোগাযোগ করে পর্যবেক্ষণের সূচি ঠিক করতে পারেন। অবগত হোন যে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট ডাকদাতাকে বহন করতে হবে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহনে দায়বদ্ধ হবেন না। পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হবে ডাকদাতা কর্তৃক ই-নিলাম সম্পর্কিত দাখিলকৃত নথির ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচনায়।

সকল আগ্রহী ডাকদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ই-মেলে cirp.rigasugar@gmail.com যোগাযোগ করতে।
নীরজ জৈন
তারিখ : ৮ মার্চ ২০২৪ লিকুইডেটর - রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজি নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০১০৬৭/২০১৮-১৮/১১৭৫৮
এএফএ বৈধতা : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

বারবার দুর্ঘটনার কারণে গুড়াপের দুলফা গ্রামে আন্ডারপাসের দাবি তুললেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: বাড়ি থেকে বেরলেই হাইওয়ে। আর সেই রাস্তা পারাপার হতে গিয়ে বারংবার দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই মারা গিয়েছেন। তারপরেও সজাগ হয়নি প্রশাসন। এই অবস্থায় বুধবার সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গুড়াপের দুলফা গ্রামে আন্ডারপাসের দাবি তুললেন স্থানীয়রা। হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত দুলফা গ্রাম হতে ভাস্তারা যাওয়ার রাস্তায় আন্ডারপাসের দাবি বহুদিন ধরেই উঠছে। এখানে ৯ টি গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বসবাস। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে জাতীয় সড়ক-২ এর উপর দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে যাতায়াত করতে হয়। ছাত্র থেকে নিত্যযাত্রী, বয়স্ক সকলকে এইভাবে চলাচল করতে হয়। ফলে হামেশা ঘটে দুর্ঘটনা। গত মঙ্গলবারও এইভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার জন্য আন্ডারপাসের দাবি জানিয়ে আসছেন এই এলাকার মানুষ। কিন্তু বিষয়টি প্রশাসনের সর্বস্তরে জানালেও কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার বাধ্য হয়ে পোস্টার হাতে পথে নামলেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাস্তা পেরোতে গিয়েই পথ দুর্ঘটনায় মৃত শেখ আলাউদ্দিনের দেহ নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা। এরপর পুলিশ এসে জেলাশাসকের সঙ্গে তাঁদের কথা বলিয়ে দিলে তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপর অবরোধ উঠে যায়।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত কাগজে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
দেবীকা ফিন-ভেস্ট অ্যান্ড স্টকস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, ২য় তল, ফ্ল্যাট - ১এ, ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৫ সম্পর্কিত
....(দরখাস্তকারী)

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, ২য় তল, ফ্ল্যাট - ১এ, ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৫

কোম্পানির পক্ষে
দেবীকা ফিন-ভেস্ট অ্যান্ড স্টকস প্রা. লি. 'এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক জৈন
(ডিরেক্টর)
ডিন - ০৯২০৮১২১
ঠিকানা - এইচ ৯ গ্রিন পার্ক নিউ দিল্লি-১১০০১৬
তারিখ : ০৮.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, শিবালয়া ব্রাঞ্চ অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **১৮.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী মুকুল কর (এ/সি নং - ৪১৩৩৭৫১১০০০০০২১)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,১৭,৬২৯.০০ টাকা অপরিবর্তিত সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৬ মার্চ ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** -এর নিকট বকেয়া **৯,১৭,৬২৯.০০ টাকা অপরিবর্তিত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ এনপিএ তারিখ থেকে** আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি শ্রী মুকুল কর এর নামে জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ১১৬৬ বর্গফুট কমবেশি দলিল নং ১-১১৪৭২, তারিখ ২০.১২.২০১৭ অনুযায়ী, মৌজা : দত্তপুকুর, জেএল নং ১২২, আরএস খতিয়ান নং ৫০৪, এলআর খতিয়ান নং ৩১৯২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৬, থানা : দত্তপুকুর, পূর্বতন বারাসত, জেলা উত্তর ২৪পরগনা, হোল্ডিং নং ৭৭৭/১। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ১২৬ এর অবশিষ্ট অংশ জমি, **দক্ষিণে :** প্লট নং ১২৬ অবশিষ্ট জমি, **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** শ্রী শ্যামল কুমার কর এর জমি।
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : শিবালয়া
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২৮.০৩.২০২৪ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।
যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০ টাকা (পাঁচশো টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট ৩০.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ২ টার মধ্যে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	০৭.০৩.২০২৪ মতে বকেয়া পরিমাণ	সোনার মোট ওজন
বগুলা (যোগাযোগ নং ৮০১৭৪৮২৬৪৬)	৪২৯৪৭৭৬১০০০১৬০৫	অজয় বিশ্বাস	পিতা জয়দেব বিশ্বাস গ্রাম বগুলা কলেজপাড়া পো. বগুলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদিয়া	৫২৪৩৭০/-	১৩৩.১০ গ্রাম
বগুলা (যোগাযোগ নং ৮০১৭৪৮২৬৪৬)	৪২৯৪৭৭৬১০০০১৮৪২	অজয় বিশ্বাস	পিতা জয়দেব বিশ্বাস গ্রাম বগুলা কলেজপাড়া পো. বগুলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদিয়া	১৭৭৮৩৮/-	৪৬.৭০ গ্রাম
কাটিয়াহাট (যোগাযোগ নং ৮১০০৪১৯০৩৫)	৪২৭৫৭৭৬১০০০২১২৭	হরিপদ প্রামানিক	পিতা পরান প্রামানিক গ্রাম গোকুলপুর স্বরুপনগর জেলা ২৪ পরগনা উত্তর	১০৫২০/-	৩.১৬ গ্রাম
সোদপুর (যোগাযোগ নং ৯৮৭৪১৯৭০৩১)	৪১৪৮৭৭৬১০০০০১১৩	ঝর্ণা ঘোষ	স্বামী প্রশান্ত ঘোষ তারাপুকুর যুগবানি আগরপাড়া	১৭২৪৯৯/-	৪৫.১০ গ্রাম

তারিখ : ০৮.০৩.২০২৪
স্থান : বারাসত
স্বা/-জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **২৭.০৩.২০২৪ তারিখে** সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** নোটিশ অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা :** শ্রী অলোক কুমার মিত্র এবং অসীম কুমার মিত্র। **কর্পোরেট জামিনদাতা : মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লি.**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩.৩০ কোটি টাকা [(ক) ৩.০৬ কোটি টাকা + (খ) ২৪.০০ লাখ টাকা] এবং বায়না জমা দাখিল ৩৩.০০ লাখ টাকা [(ক) ৩০.৬০ লাখ টাকা + (খ) ২.৪০ লাখ টাকা]
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি -১ : ক) শ্রীশ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি, গ্রাম/পো :শিহর, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : কতুলপুর, মৌজা : শিহর, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯ , আরএস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, ৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৮, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮ এবং ৫২৮৩/৫৫১৯ দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১-এর জমি এবং ভবন সম্পদ বিক্রি। সম্পত্তি শ্রীশ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি.এর নামে ২০০২ সালের সারফেসি আইন/১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইন অধীনে। মোট জমির পরিমাণ : ১.৫১ একর।
খ) শ্রীশ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি, গ্রাম/পো :শিহর, জেলা বাঁকুড়া,৭২২১৬১-২০০২ সালের সারফেসি আইন/১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইনের সংস্থান অধীনে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ বিক্রি।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও
	সম্পত্তির আইডি - SBIN200005473765			

ক্রম নং ০২
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৭৬,২৫,০৯৫.৪৬ টাকা ১১.০৬.২০১৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয়, মূল্য জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি., অংশীদারগণ** - ১) শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ২) শ্রীমতি আনন্দময়ী কেশ ৩) শ্রী সুরজিৎ যশ ৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ যশ ৫) শ্রী অভিজিৎ যশ-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩.৬৬ কোটি টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩৬.৬০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ :
ক) ফ্যাক্টরি জমি, শেড এবং ভবন - অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি এর মালিকানাধীন, গ্রাম : মূলগ্রাম, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান -৭১৩৪২৬, মৌজা : মূলগ্রাম এবং সিজনা, জেএল নং ২৫, ২৬ খতিয়ান নং ২৫২২, ২১৫৫ এরিয়া ২.৬৫ একর, স্বত্ব দলিল নং ৩৫৫, ৩৫৭, ৪৫২ -২০০৯ সালের, অজিত কুমার অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস প্রা লি এর নামে।
খ) জমি মৌজা সিজনা জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪ খতিয়ান নং ৭২৮ এরিয়া ০.৬৪ একর দলিল নং ২৫৪/২০১০, শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।
গ) জমি মৌজা : সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, ৭৮৪/৯৭৪ খতিয়ান নং ৫৫৭, ৭২৮ এরিয়া ০.৭৬ একর, দলিল নং ১২৬৩, ১২৬৪, এবং ১২৬৬ -২০১২ সালের, শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।
মোট এরিয়া জমির : ৪.০৫ একর।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও
	সম্পত্তির আইডি - SBIN100001699351			

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ০৮.০৩.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
কোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

ইউভি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোং লি.
কর্পোরেট অফিস : ১৩০৪, চিরঞ্জীব টাওয়ার, ৪৩, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি - ১১০ ০১৯
বিক্রির নিমিত্ত পাবলিক নোটিশ

এই পাবলিক নোটিশটি ২০০২ সালের সিকিউরিটিজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের (সারফেসি) এর পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা হচ্ছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৬, ৭, ৮ এবং ৯ সহ পড়া। এখানে নীচে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদগুলি, ইউভি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (ইউভিএআরসিএল) এর 'অনুমোদিত অফিসার' হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নেওয়া হয়েছে, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের বিধানের অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে নিবন্ধিত একটি সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থা এবং ইউভিএআরসিএল-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২ এর প্রয়োগ, নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের সম্পত্তি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে **'যেখানে যেমন আছে, যা আছে এবং যা কিছু আছে ভিত্তিতে'**-এ নীচে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/দরদাতাদের কাছ থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা সিল করা খামের অধীনে অফারগুলি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে :

অ্যাকাউন্ট ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তিসমূহের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য / বায়না জমা (১০%)	দখলের ধরন
ঋণগ্রহীতা : ইএমসি লি (রেজি অফিস : "কনস্টানশিয়া অফিস কমপ্লেক্স", (বি উইং), ৯মতল, ১১, ডা. ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭), **বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা - অ্যারো বিনিময় প্রা লি. (রেজি. অফিস:** ৫১,ক্যানাল ইস্ট রোড, কলকাতা, পব -৭০০০৮৫)	**৪৭৪,৯২,৪৫,৫৩৯.২৭ (চারশো চুয়াত্তর কোটি টাকা বিরানব্বই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো ঊনচল্লিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা** বকেয়া ২১.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ২২.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সঙ্গে এবং অন্যান্য ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি, এবং প্রদত্ত জমা ব্যতীত, যদি কিছু থাকে ইএমসি লি সম্পর্কিত আদায়ী বকেয়া মোট পরিমাণ **১১৪,৫৪,৩০,৭১৫.২৬ (একশো চৌদ্দ কোটি, চুয়ান্ন লাখ ত্রিশ হাজার সাতশো পনেরো টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা** বকেয়া ২১.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ২২.১১.২০২৩ থেকে বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা : অ্যারো বিনিময় প্রা লি , চুক্তি মোতাবেক হাবে উক্ত পরিমাণের সঙ্গে এবং অন্যান্য ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আমানত ব্যতীত, যদি কিছু থাকে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, নির্মাণ, সংস্থাপন ইত্যাদি নির্মিত এবং/বা ভবিষ্যতে নির্মিত হবে, উভয় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, পরিমাণ ৮.৯০ একর,আরএস দাগ নং ১৫৬৬, ১৫৬৭, ১৫৬৮, এবং ১৫৭০, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ৫০৯/১ এবং ৫১৭,অবস্থিত অংশত হোল্ডিং নং ১১৬(এফ) এবং ১১৭(এফ), বি টি রোড (পূর্বতন হোল্ডিং নং ৩, বি টি রোড), পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, থানা : খড়দা, জেলা : ২৪ পরগনা।	৫০,০০,০০,০০০ টাকা / ৫,০০,০০,০০০ টাকা	২৪.০৭.২০১৯ তারিখে প্রতীকী দখলীকৃত

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৮.০৪.২০২৪ থেকে ০৯.০৪.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
প্রস্তাব গ্রহণের শেষ তারিখ এবং স্থান : ইউভি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
১৩০৪, চিরঞ্জীব টাওয়ার, ৪৩, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি - ১১০০১৯ **১২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত**
টেন্ডার খোলার তারিখ এবং স্থান : কর্পোরেট অফিস যেমন ইউভি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
১৩০৪, চিরঞ্জীব টাওয়ার, ৪৩, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি - ১১০০১৯ **১২.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে পর্যন্ত**

নিয়ম এবং শর্তাদি :
বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে জামিনদত্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.uvarcl.com থেকে
যেকোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করবেন ৯৩১৯১৬৪৬৫৬, ৯৪৭৭৩০৫৩২৬ নম্বরে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা মধ্যে বা আমাদের লিখে পাঠান resolutionteam@uvarcl.com, uvarcl@gmail.com
উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার প্রতি আরও অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সমুদয় বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আদায়দান না হলে নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ে বিক্রয় করা হবে।

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
(ইউভি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লি.)

সাংসদ হিসেবে বিগত দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন শত্রুঘ্ন সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে জয়লাভ করার পর সাংসদ হিসেবে এলাকার জন্য উন্নয়ন খাতে কোন বিভাগে কত খরচা করেছেন তার পরিসংখ্যান পুস্তক আকারে তুলে ধরলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। বৃহস্পতিবার আসানসোলের সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে খরচের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান পশ্চিমের তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুরিয়া বিধায়ক হরেরাম সিং, পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি ভি শিবদসন দাসু পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেকেই এলাকায় উন্নয়ন খাতে সাংসদের দেওয়া অর্থের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পুস্তকে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ১৩ কোটি ২২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে এলাকার উন্নয়নের জন্য। যার মধ্যে সড়ক নির্মাণ বাবদ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, গ্রিন এনার্জি বাবদ ৭৭ লক্ষ কমিউনিটি হল নির্মাণ বাবদ দু'কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, ড্রেন ও কালভার্ট বাবদ এক কোটি ১৭লক্ষ ৪ হাজার টাকা, স্বাস্থ্য পানীয় জল ও নিকাশির জন্য এক কোটি ১৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, হাই মাস্ট লাইট বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, শিক্ষা খাতে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, তিনি সাংসদ থাকা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে তার লোকসভা কেন্দ্রে দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫১ জন ব্যক্তিকে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৭৭ টাকা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সামনে পাঁচ বছরে তিনি যদি সাংসদ হওয়ার সুযোগ পান তবে আসানসোলে একটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির চেষ্টা করবেন যার জন্য ইতিমধ্যে আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন। এবং শিল্পাঞ্চলে ক্যানসার হাসপাতাল তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তার।

সংসদে একদিনের জন্য কোনও বক্তব্য দিতে দেখা যায়নি তাকে বিরোধীদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, তিনি বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাকে বলতে দেওয়া হয়নি এমনকী জিরো আওয়ারেও তাকে বলতে দেওয়া হয়নি।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, বিরোধীরা বলছে সাংসদকে নাকি এলাকায় দেখা যায়নি। অথচ বাস্তব হল তিনি প্রত্যেক মাসে কম করে তিনবার আসানসোলে এসেছেন। সমস্ত ধর্মের মানুষের উৎসবে তিনি সশরীরে পাশে থেকেছেন। তিনি নাম না করে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি সাংসদ প্রসঙ্গে বলেন বাস্তবে তাতেই এলাকায় দেখা যায়নি এমনকী তার লোকসভা কেন্দ্র একটি বাতি স্তম্ভ পর্যন্ত লাগাননি।

লোকসভা ভোটের পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিনেমা ফ্লপ হয়ে যাবে, দাবি সেচমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বিচারকের নিরপেক্ষ চেয়ারে বসে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পার্টিবাজি করেছেন। তার মতো অবিবেচক, অশিক্ষিত, যিনি নিরপেক্ষ চেয়ারকে ব্যবহার করেছেন নিজের রাজনৈতিক সত্তা চরিতার্থ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোনও বিচারক নিজের চেয়ারকে কোন রাজনৈতিক দলের কাছে বিক্রি করেননি। উনি বিচারকের চেয়ারে বসে যে কথা বলতেন বাইরে এসেও সেই কথা বলছেন। তার মানে ওনার রাজনৈতিক সত্তা বিচারকের আসনে বসাকালীনই ছিল। উনি বিচারকের চেয়ারে বসে বিজেপি দলটা করেছেন। বাংলার মানুষ জেনে গেছে ওনার মতো ধান্দাবাজ মানুষ আর নেই। বাংলার মানুষ ভোট বাক্সে তার জবাব দিয়ে দেবে। ওনার সিনেমা শেষ হয়ে গেছে। লোকসভা ভোটের পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিনেমা চরম ফ্লপ হয়ে যাবে। এরপর আর ওনার ছবি দেখা যাবে না। বৃহস্পতিবার বসিরহাটে পাট্টা প্রদান কর্মসূচিতে এসে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে এমনই কড়া মন্তব্য করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এদিন বসিরহাটের রবীন্দ্রভবনে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের এই পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বসিরহাট মহাকুমার ৮টি ব্লকে ৩৪৫ জনকে পাট্টা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সন্দেশখালির মানুষও ছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পাট্টা প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী, বসিরহাটের দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বসিরহাটে মহকুমার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক কিরিটি প্রসাদ সিনহা রায় বলেন, ২০২৩-২৪ এ চলতি বছরে ১৫৯৬ জনকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্লকে তাদের পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সন্দেশখালি ব্লকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী সুজিত বসু, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন, মানুষ সব বুঝতে পারছে। আর কয়টা দিন গেলে আরও সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সন্দেশখালিতে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ নেই। ওখানকার কিছু মানুষের বিরুদ্ধে ছিল। দল ও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে আর ক্ষোভ নেই। সন্দেশখালি এখন স্বাভাবিক।

বৃহস্পতিবার মিছিল বের করলেন শিক্ষকরা। শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের দাবি, বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বীরভূম জেলা কমিটির ডাকে সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবনে শিক্ষকেরা জমায়েত করলেন।

ডুবন্ত নৌকোয় যোগদান করল মুকুটমণি, বললেন জগন্নাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তৃণমূলের মতো ডুবন্ত নৌকায় তিনি যোগদান করেছেন, তার মস্তিষ্ক সুস্থ আছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। মুকুটমণি অধিকারীর তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া বিজেপি সাংসদ তথা রানাঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের। কিছুক্ষণ আগে নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রথম রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ডঃ মুকুটমণি অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার তত্ত্বাবধানে চাকরি করার কারণে আইনগত সমস্যায় অবশেষে প্রার্থী হতে পারেননি। পরবর্তীকালে জগন্নাথ সরকারকে দল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। এরপরই জগন্নাথ সরকার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে গোটা রাজ্যের মধ্যে সবথেকে বেশি ভোটে জয়লাভ করে। যদিও পরবর্তী বিধানসভা ভোটে মুকুটমণি অধিকারীকে বিজেপি রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেন। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন মুকুটমণি অধিকারী। এবারের লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা ছিল। রাজনৈতিক মৌলে খবর ছিল জগন্নাথ সরকারের পাশাপাশি মুকুটমণি অধিকারী কেও প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে বিজেপি। কিন্তু সব জল্পনা উড়িয়ে দিন কয়েক আগে পুনরায় জগন্নাথ সরকারকেই প্রার্থী ঘোষণা করে বিজেপি। সেই কারণেই বিজেপি ছেড়ে আচমকা তৃণমূলে যোগদান বলে দাবি রাজনৈতিক মহলে। তবে তার এই যোগদান লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি কিছুটা হলেও ধাক্কা খাবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও তার এই যোগদান পাত্তা দিতে রাজি নয় বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। তিনি বলেন, তৃণমূল দল এখন ডুবন্ত নৌকো। এখানে সবাই চোর। যারা আদর্শ বিজেপি কর্মী তারা কখনোই বিজেপি ছেড়ে অন্য দলে যোগদান করে না। তার মস্তিষ্ক সুস্থ রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এর প্রভাব লোকসভা ভোটে পরবে না বরং আরও ভালো ফলাফল হবে। সাধারণ মানুষের কোনও উপকার করেনি মুকুটমণি। তাই এবার ওই এলাকার বিজেপি কর্মীরা আরও ভালোভাবে নির্বাচনে লড়াই করতে পারবে।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) **Name of the Work:** Repairing of High Drain at Jitennagar Colony, within Ward No.- 37, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/204/23-24
Tender ID : 2024_MAD_682071_1 • Estimated Amount : Rs. 4,64,331/-

2) **Name of the Work:** Construction of Drain at Kururiadanga from Sadhan Bouri House to Agan Bouri House, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/203/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681891_1 • Estimated Amount : Rs. 2,21,476/-

3) **Name of the Work:** Construction of Drain at Trinath Ashram, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/202/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681839_1 • Estimated Amount : Rs. 4,07,692/-

4) **Name of the Work:** Construction of Community Toilet near Mayabazar Bijay Nagar Basti, within Ward No.- 36, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/SWM/NIT-08/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681764_1 • Estimated Amount : Rs. 3,88,296/-

5) **Name of the Work:** Repairing of Community Toilet at Nepalipara within Ward No.- 31, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-375/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681726_1 • Estimated Amount : Rs. 2,79,437/-

Last Date : 15th March 2024, up to 5:00 pm

6) **Name of the Work:** Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor, Aemoured Cable, Steel Tubular Pole & Fixing LED Street Light at Bandher par Vivekananda Nazrul Park, Satyajit Park, Ambagan Vivekananda Sarani, NSB Road, Gitanjali Park B Block & RIC Colony, under Ward No.- 28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-81/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681285_1 • Estimated Amount : Rs. 3,34,704/-

7) **Name of the Work:** Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor & Fixing LED Street Light at Sabuj Nagar Sarat Sarani Street No.- 11, Rammahan Sarani Street No.- 15, 10, Pramad Nagar Street No.- 5/A, 5/B, Pramand Nagar Main Road, Pramad Nagar Street No.- 11, & Pramad Nagar Durga Mandir, under Ward No.- 11 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-83/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681294_1 • Estimated Amount : Rs. 3,00,574/-

8) **Name of the Work:** Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, UG Armoured Cable & LED light at J.N. Das Ground, Sail Co-operative, City Centre, under Ward No.- 22, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-84/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681298_1 • Estimated Amount : Rs. 4,92,636/-

9) **Name of the Work:** Supply and installation of LED Street Light Fittings and Drawing of ACSR Conductor for Street Phase at the Tal Tala Basti, under Ward No.- 08, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-85/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681303_1 • Estimated Amount : Rs. 1,53,622/-

Last Date : 16th March 2024, up to 5:00 pm

For details : wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল: a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **১,৮৫,৬৩,৪২৯.০০ টাকা** (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত ঊনত্রিশ টাকা মাত্র) ০২.০৩.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে তা **মেসার্স রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড,** বগরা ভিলেজ রোড, গ্রাম ও পোস্ট- বগরা, নিতাই চৈতন্য মঠের কাছে, থানা- জামুরিয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩২, **ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ): ১. শ্রী পারিজাত রায়,** পিতা- ফটিক চন্দ্র রায়, **২. শ্রী রাহুল রায়,** পিতা- সন্তোষ রায়, **৩. শ্রী সায়ন রায়,** পিতা- পারিজাত রায়, সকলেরই ঠিকানা- এন.আর.আর. সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩০১৪, **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতী পম্পা রায়,** স্বামী- তন্ময় রায়, এন.আর.আর সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩০১ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৫.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা ঙ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড,** বগরা ভিলেজ রোড, গ্রাম + পোস্ট - বগরা, নিতাই চৈতন্য মঠের কাছে, থানা- জামুরিয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩২ **ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ):** **১. শ্রী পারিজাত রায়,** পিতা- ফটিক চন্দ্র রায়, **২. শ্রী রাহুল রায়,** পিতা- সন্তোষ রায়, **৩. শ্রী সায়ন রায়,** পিতা- পারিজাত রায়, **সকলেরই ঠিকানা:** এন.আর.আর. সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১৪, **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা:** **শ্রীমতী পম্পা রায়,** স্বামী- তন্ময় রায়, এন.আর.আর সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১ খ) **আসানসোল প্রধান শাখা**	**সম্পত্তি - ১: দলিল নং আই-০৪১১৮/ ২০১৪** তারিখ ১২.০৮.২০১৪ এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমায় আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ -এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তথায় থাকা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারগুলির সহ যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৫, আরএস এবং এল.আর. প্লট নং ১৩৬৫ শ্রেণীবিভাগ- বেইদ, এলাকার পরিমাপ ৪৮ ডেসিমেল **রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে।** দলিল নং **আই-০৪১১৯/২০১৪** তারিখ- ১২.০৮-২০১৪ এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ, মহকুমা আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বংশগত সম্পত্তি এবং সমস্ত সুবিধার অধিকারের সাথে সংযুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৭৬৭ এবং ১৮৩৯ এর সাথে সংযুক্ত আর এস এবং এল.আর. প্লট নং ১৩৫২, শ্রেণীবিভাগ বেইদ, এলাকার পরিমাপ ৪ কাঠা বা ৬.৬০ ডেসিমেল **রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে।** **দলিল নং আই-০৫৯০৮/২০১৪** তারিখ- ২৮-১১-২০১৪ -এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমা আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বংশগত সম্পত্তি এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৫ সহ আরএস ওএলআর প্লট নং ১৩৬-এর শ্রেণীবিন্যাস বেইদ, এলাকার পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল আরএস ওএলআর প্লট নং ১৩৭১ শ্রেণিবিন্যাস বেইদ, এলাকার পরিমাপ ২৫ ডেসিমেল, মোট এলাকার পরিমাপ ৪৯ ডেসিমেল **রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেডের নামে।** **সম্পত্তি নং ২: দলিল নং আই-০৮২৫২/২০১৪** তারিখ- ০৩-১২-২০১৪ এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমা আসানসোল, মৌজা - আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি জে.এল. নং. ২০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯১০, আর.এস. দাগ নং ৩০৩৮১ এলাকার পরিমাপ ৫ কাঠা, **সায়ন রায়ের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - অন্যদের জমি, পূর্ব - সুজিত রায় এবং শুভাশিস রায়ের জমি, পশ্চিম - পম্পা রায়ের জমি, দক্ষিণ -১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **দলিল নং আই-০৮২৫৩/২০১৪** তারিখ- ০৩-১২-২০১৪ এর সাথে সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ, মহকুমা আসানসোল, মৌজা - আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি জে.এল. নং. ২০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আরএস খতিয়ান নং ৪৯১০, আরএস দাগ নং ৩০৩৮১ এলাকার পরিমাপ ৫ কাঠা, **পম্পা রায়ের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - অন্যদের জমি, পূর্ব - সায়ন রায়ের জমি, পশ্চিম - ৪ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণ -১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	১,৮৫,৬৩,৪২৯/- টাকা (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত ঊনত্রিশ টাকা মাত্র) ০২.০৩.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**সম্পত্তি - ১ এর জন্য** ক) ১,২১,০০.০০০/- লক্ষ টাকা (*) (এক কোটি একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১২,১০,০০০/- লক্ষ টাকা (বারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি - ২ এর জন্য** ক) ২৩,০০.০০০/- লক্ষ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,৩০,০০০/- লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৩.২০২৪ থেকে ১৬.০৩.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৩.২০২৪; সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৭.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৭.০৩.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬
ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ : ০২.০৪.২০২৪, সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্ক এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় ।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।
সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা [উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা গ) জামিনদারগণ	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) ১৩(২) সেকশন অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	**ক) দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩** **ক) মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **গ) ১) শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **২) শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **৩) মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **৪) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **৫) শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে ২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮ অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন এলাকা ৯.৮৯ একর যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত। **দখল: বাস্তবিক**	**ক) ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫** **খ) ২৩.১১.২০১২** **গ) পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা** **সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি**	**ক) ৭৪৭.৫২ লক্ষ টাকা** **খ) ৭৫.০০ লক্ষ টাকা** **গ) ১০০০০০০.০০ টাকা**	**ক) ০২.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা** **খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা**

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ০২.০৪.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, সুধী রঞ্জন পাত্র (সিএম) মোঃ- ৯৪৭৫১৪৫৬৫০ -এর সঙ্গে
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৮.০৩.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অজয় কুমার জয়সওয়াল
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ভাঙন। ইন্দাসে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনগর্জনের প্রস্তুতি সভা চলছিল, সেখানেই এলাকার ৬০টি পরিবার থেকে প্রায় শতাধিক বিজেপি কর্মী এবং একজন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তৃণমূলে যোগদান করে। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদের হাত ধরে এই যোগদান হয়। যোগদান হওয়ার পর বিজেপি কর্মীদের দাবি লোকসভা নির্বাচনে সৌমিত্র খাঁকে টিকিট দেওয়ার জন্য তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে, তারা আরো জানান এলাকায় উন্নয়ন করার জন্য স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা এবং বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খ াঁকে বহুবার বললেও কোনওরকম এলাকায় উন্নয়ন হয়নি। যে কারণে দিদির উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে তারা তৃণমূলে যোগদান করল।

পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিজেপির, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, বিজেপি থেকে কোনও কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেনি, যারা যোগদান করেছে তারা তৃণমূলেরই কর্মী ছিল। লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাছাড়া যারা বলছে সাংসদ এলাকায় কাজ করেনি তারা হয়তো চোখে দেখতে পারে না এলাকায় সাংসদের হাত ধরে বহু উন্নয়ন হয়েছে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধরে রাখতে ধামসা মাদল প্রদান গোঘাট ব্লকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ধামসা মাদল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধরে রাখার অন্যতম ধারক ও বাহক। পাশাপাশি এই দুই বাদ্য যন্ত্র তাদের অর্থ উপার্জনের অন্যতম উপাদান। বৃহস্পতিবার আরামবাগের গোঘাট দুই নম্বর ব্লক প্রশাসন ইদলবাটি এলাকার বেশ কয়েক জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ধামসা ও মাদল তুলে দেয়। ধামসা মাদল পেয়ে খুশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক হল ধামসা ও মাদল। গোঘাটের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের দাবি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই রাজ্যের আদিবাসীদের প্রকৃত মানোন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য অভূতপূর্ব কাজ চলছে। এমনটাই জানান আদিবাসী মহিলা পম্পা বেসরা, কাকলি হেমরম। জানা গেছে, গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বেঙ্গাই এলাকার ইদলবাটিতে একটি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই। স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মহকুমা শাসকের কাছে ধামসা মাদলের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এদিন গোঘাট দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে বিডিওর মাধ্যমে এই উপহার সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দে, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল রায়, শিক্ষা ও তথ্যসংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দত্ত। বাদ্যযন্ত্র পাওয়ার পর খুশি হয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন ধামসা মাদল বাজিয়ে পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসুদেব মণ্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের রীতি ও সংস্কৃতিকে বজায় রাখার জন্যই তাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং এই ধামসা ও মাদলের সুব্যবস্থা করেন। গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দে বলেন, আরামবাগ মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এই ধামসা ও মাদল দেওয়া হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সংস্কৃতি ধরে রাখার কাজে এই দুই বাদ্যযন্ত্র কাজে লাগবে। আদিবাসী প্রধান এলাকার মানুষও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয় আদিবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষায় ধামসা, মাদল, নাগারা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে একাধিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর হাতে। শিক্ষানুরাগী আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিখরচায় বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্তও করা হয়েছে। সবমিলিয়ে গোঘাটের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ধামসা ও মাদল পেয়ে প্রশাসনের প্রশংসা করে।

প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী হারাধন সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রয়াত হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কাঁকসার সরস্বতীগঞ্জের বাসিন্দা প্রয়াত হারাধন সাহা। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ দুই বর্ধমান জেলার সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান উত্তম মুখার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন হারাধন সাহার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমবেদনা জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী ও এলাকাবাসী শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পরেই জয়দেবের কদমখন্ডির ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভোটার কার্ডে যার বয়স ১০৫ হলেও পরিবারের সদস্যদের দাবি তার বয়স ১১৫। হারাধন সাহার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তার বাড়ির সামনে ভিড় জমান। গত কয়েক মাস ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বুধবার সকাল থেকে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। সন্ধ্যায় কাঁকসার মলানদিঘির সরস্বতীগঞ্জের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার নাতি নিত্যানন্দ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দিতে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে যেতে না পারলেও বাড়িতে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছিলেন তিনি। ২০২৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার লাঠি হাতেই ভোট দিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন নির্বাচন কেন্দ্রে।

ফের ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। এলাকায় জোর আলোচনা হয়েছিল যে এবারও লোকসভা নির্বাচনের সাক্ষী থাকবেন তিনি। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যা বাড়তে থাকে তাঁর। শোনা যায় ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছিলেন জহরলাল নেহেরুরা। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে তাঁদের লড়াইয়ের সঙ্গীও হয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ আমলে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার।

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

Noitice Inviting e-Tender

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 25/ E.O. Kh-II/(3rd Call) 2023-24, Date: 07.03.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_681650_1** for C.C. Road Sannyashi Bars Rastashree. Last Date of Bids Ends on **14.03.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Pnachayat Samity

Office of the
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail – kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works

A) **e-NIT no.: 19/Untied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.:594/KHGP/ 2023-24, Date: 07.03.24**

Bid Submission Closing Date: 12.03.2024 upto 14.00 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan,
Kalatalahat Gram Panchayat

Office Of The North Bawali Gram Panchayat

Digitally signed and encrypted E- Tender is invited from the eligible bidder for online submission for tender reference no. **181/NBGP/5th SFC/2023-24/1st & 2nd Inst.-2024 Dated-07-03-2024 and 144/ NBGP/15th FC/Untied2023- 24/ 2nd Inst.-2024 and 143/NBGP/15th FC/ Tied 2023-24/2nd Inst.-2024 Dated-06-03-2024** within different places of North Bawali GP under Budge Budge-II Dev. Block, South 24 Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is **11-03-2024 at 4.00 P.M.**
Details will be available at the website: **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
North Bawali Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 39/EO/2023-24

E-Tenders are invited for 1 nos Electric work. Bid Submission start- **06/03/2024**, Ends- **20/03/2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Press Notice

E-Tenders are hereby invited for execution 15 nos. different schemes under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT- 06/ PMKSY-WDC2.0/08/PUNCHA-NRM/2023-24, in the district of Purulia.** For details, please visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting online bid on 19-03--2024. (05:00 p.m)

Sd/-
(PRABHUDAYAL MAHATO)
Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/ CM/LEDSTRT/ NIT-6/2023-24, Tender Id:-2024_ MAD_ 681589_1** for Supplying of LED Street Light Fittings. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Serampore-Uttarpara Block Development Office
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201

Notice Inviting e-Tender

e-Tender has been invited by the Block Development Officer, Serampore-Uttarpara Development Block vide **NIT No.: 18/SU/2023-24 & Memo No.: 471/SU, Date: 07/03/2024** for Construction of Building Protection Wall & Cement Concrete Road under Serampore-Uttarpara Development Block. Last Date for Submission of Tender: **16/03/2024 up to 04:00 PM** for Sl No. 01 & 02 and **30/03/2024 up to 04:00 PM** for Sl No. 03 respectively. **Tender ID No.: 2024_ZPHD_681832_1 to 3.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned Office.

Sd/-,
Block Development Officer
Serampore-Uttarpara Development Block

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.T. NO. – UKM/[illegible]
2023-2024,
DATED - 07.03.2024
Laying 100 mm dia D.I. Pipe line at Makhla 1 no. Govt. Colony off shoot from Shantanu Roy House to Subir Koley House in ward no. 23.
Bid Submission closing Date - 22.03.2024
For More Details - Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/ Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

e-Tender Notice

Shialdanga GP under Jagatballavpur Block Howrah **E-tender vide NIT No. : SGP/NIeT/1101/ 2024 (08 NOS).** Last Date of Bid Submission **25.03.2024 upto 10.00 A.M.** and opening date **11.03.2024** for more information **https:// www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

Following three E- tender notices are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post-Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 29(e)/BGP /MPLADS/ COMM. HALL/2023-24 and 30 (e), 31(e)/BGP/15th CFC/2023-24** date- **07.03.2024.** Details information are available in **www.etender.wb.nic.in** and Bahirgachi GP office.

Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat
Bahirgachi, Hat Bahirgachi, Nadia

E-TENDER NOTICE
Habra-II Panchayat Samity
Vill+P.O.- Talsa , P.S.- Ashoknagar, Dist.- North 24 Parganas

1. CONSTRUCTION OF ARSENIC FREE WATER TREATMENT PLANT (WITH SOAKPIT) AT DIGHRA OF MOUZA-DIGHRA UNDER DIGHRA MALICKBERIA GRAM PANCHAYAT, HABRA-II DEV. BLOCK, NORTH 24 PARGANAS. under 15th CFC Fund. **Tender Notice No.- 294/N-13/DMGP/23-24, Dtd- 06.03.2024. Last date of Bid Submission 18.03.2024 up to 4 PM.**
2. CONSTRUCTION OF ARSENIC FREE WATER TREATMENT PLANT (WITH SOAKPIT) AT NAPARA OF MOUZA- NAPARA UNDER DIGHRA MALICKBERIA GRAM PANCHAYAT, HABRA-II DEV. BLOCK, NORTH 24 PARGANAS. **Tender Notice No.- 294/N-13/DMGP/23-24, Dtd- 06.03.2024. Last date of Bid Submission 18.03.2024 up to 4 PM**
3. CONSTRUCTION OF PCC ROAD WITH TALI PILLING FROM H/O ANISUR RAHAMAN TO H/O ABDUL KAYEM AT MOUZA-TALSA UNDER DIGHRA MALICKBERIA GRAM PANCHAYAT, HABRA-II DEV. BLOCK, NORTH 24 PARGANAS. **Tender Notice No.- 294/N-13/DMGP/23-24, Dtd- 06.03.2024. Last date of Bid Submission 18.03.2024 up to 4 PM**

Prodhan
Dighara Malikberia GP

Rajhat Gram Panchayat
Bhatua, Rajhat, Bandel, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 04 nos. different development work vide **e-NIT No: 560, Date: 07.03.2024.** Last Date of Bid Submission: On or before **13.03.2024 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date: **15.03.2024 at 11:30 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Rajhat Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Laying of 110mm (OD) Dia. & 75mm (OD) Dia. HDPE Pipe at RIP Plot (WBSIDCL), Muchipara (Ward- 28), Piyala Ashram Para (Ward- 32), Bidhanpark (Ward- 25), Sabuj Nagar (Ward- 11), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-219/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681772_1 • Estimated Amount : Rs. 30,03,354/-

2) Name of the Work: Maintenance of Sewerage System for One year (2024-25) at Bidhannagar and Sagarbhanga, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-201/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681796_1 • Estimated Amount : Rs. 15,10,225/-

3) Name of the Work: Repairing of B.T. Road from Nabawaria Bridge to Water Tank via Nabawaria Health Centre, at Nabawaria, within Ward No.- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-412/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681816_1 • Estimated Amount : Rs. 11,34,432/-

4) Name of the Work: Construction of Box Type Drain from Community Toilet to Nabawaria Main Road, within Ward No.- 32, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-200/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681938_1 • Estimated Amount : Rs. 10,97,798/-

Last Date : 23rd March 2024, up to 05:00 pm

5) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at Meghnath Saha Main Road, Meghnath Saha Street No.- 2 & Williamcarry Street Road Quarter No.- 1069 to 261 within Ward No.- 03, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-419/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681427_1 • Estimated Amount : Rs. 5,85,139/-

6) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with CGI Sheet at Ramkrishna Pally near Matri Mandir, Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-392/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681443_1 • Estimated Amount : Rs. 5,72,889/-

7) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at Titov Street, Bidhannagar within Ward No.- 27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-431/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681470_1 • Estimated Amount : Rs. 7,80,865/-

8) Name of the Work: Construction of Plumbing Material Store Shed with Valve Man Room at City Centre OHR Premises (Beside City Club) within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-187/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_681741_1 • Estimated Amount : Rs. 9,93,634/-

9) Name of the Work: Construction of Drain in different places of Dhandabag Shyama Das, Singhpara, Anup Bouri, Golap Show House, Sukantapally East, within Ward No.- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-198/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681880_1 • Estimated Amount : Rs. 9,22,615/-

10) Name of the Work: Repairing of Mohuya Bagan Sishu Siksha Kendra, within Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-92/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681974_1 • Estimated Amount : Rs. 5,28,000/-

11) Name of the Work: Supply, Installation, Testing & Commissioning of Concealed Type HVAC System at Green Room of Srijani Auditorium under Durgapur Municipal Corporation, City Center, Durgapu - 16.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-100/23-24
Tender ID : 2024_MAD_682158_1

Last Date : 15th March 2024, up to 05:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 37/23-24/MF/T Dated 07.03.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Municipal Fund. Last date of submission of tender: **23.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 123/FCXV/PWD/T/23-24 Dated 07.03.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Vehicle Mounted Engine Compression. Last date of submission of tender: **23.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 124/MF/PWD/T/23-24 Dated 07.03.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of 2 nos. Disel Generator 125 KVA with ATS. Last date of submission of tender: **23.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas
ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 4 nos bids of tubewell (Vide NIT No 68-71/XVFC-Tied/NIT/MGP/2024 Dated- 04/03/2024, Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess is Rs 170395 each. 4 nos bids of Drain (Vide NIT No 64-67/ XVFC-Tied/NIT/MGP/2024. Dated- 04/03/2024, Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess are Rs 243365, Rs 242483, Rs 242395 & Rs 242395 respectively. 2 nos bids of Road (Vide NIT No 72-73-Untied/NIT/MGP/2024, Dated-04/03/2024, Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess are Rs 187453 & Rs 288669. 3 nos bids (Vide NIT 86-87/XVFC-Tied, Untied/NIT/MGP/2024. Dated 07/03/2024 Rs 148105 Rs 91192, Excluding Gst & L. Cess Scheme wise separate bid is invited respectively. The last date of submission of online Bid is **14/03/2024 upto 11 am.** For details please visit to our GP Office.

S/D- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSIONDUE TO INADEQUATE BIDDERS PARTICIPATION

The last date of submission of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:

I. NIeT-265/23-24 Gr No - 01 & 02 Tender ID 2024_WBAIC_671748_01 & 2024_WBAIC_67I748_02) for the district of Nadia has been extender for bid submission closing to 15.03.2024 upto 3.00 PM

Date- 06-03-2024 Sd/- Executive Engineer

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/-১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.hmc.org.in
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

Ref. CN/ED/S&D/36/2023-2024 তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪

সংশোধনী

রেফা : ই-টেন্ডার নোটিশ নং WB-HMC/TN/ED/S&D/34/2023-2024, তারিখ : ১৯.০২.২০২৪

অনিবার্য কারণবশত উক্ত টেন্ডারের দাখিলের তারিখ এবং খোলার তারিখ নিম্নোক্ত মতে পরিবর্তন করা হল :-
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) : ১৩.০৩.২০২৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে।
ই-টেন্ডার খোলার তারিখ (অনলাইনে) ১৬.০৩.২০২৪ বেলা ২ টায়, ১৪.০৩.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে।
উক্ত টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

৩০১ (৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড ডি)
৭.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভান্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ১৬/২৩-২৪ তারিখ ঃ ০৭.০৩.২০২৪।** নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডারসমূহ ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৩১১৪১	শাকু কাপলারের কাপলার হেড-এর স্পেয়ার পার্টসের সেট	১৭ সেট	২১.০৩.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৩১১৮১	এসি রেকসমূহের ব্রেক ব্লক	৩৫০২ টি	২২.০৩.২০২৪ বেলা ২টা
০২২৩৫০১৬ডি	এলটি প্যানেল	১) ১ সেট, ২) ২ সেট	২৬.০৩.২০২৪ বেলা ২টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of BT & CC Road within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/21e/2023-24 Memo No. 94/PWD dt. 05.03.2024	2024_MAD_679687_1 to 8	05.03.2024 at 06.00 PM	13-03-2024 at 02.00 pm
2	WBMAD/BM/22e/2023-24 Memo No. 95/PWD dt. 05.03.2024	2024_MAD_679703_1 to 7		
3	WBMAD/BM/23e/2023-24 Memo No. 96/PWD dt. 05.03.2024	2024_MAD_679708_1 to 7		

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল অফিস: পশ্চিম মেদিনীপুর
শহিদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন, মেদিনীপুর, পিন- ৭২১ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ: ৯৭৩৩১ ০৩৫৫১ / ৯৯৩৮০ ০৯৯৬০ / ০৩২২২-২৬৩৮০৮, মেল আইডি: cs8294@pnb.co.in

অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনগণের কাছে বিশেষত ঋণগ্রহীতাদের এবং জামিনদাতাদের কাছে সাধারণ ভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকে / অভিযুক্ত থাকা অস্থাবর সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের/ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখলে নেওয়া হয়েছে, যা কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যাতিরেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের থেকে ব্যাঙ্কের/ সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য **'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেমন আছে তেমন'** শর্তে নীচের ছকে লিখিত নির্দিষ্ট সম্পত্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং অগ্রিম মূল্য (ইএমডি) জমার পরিমাণ নীচের ছকে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা আছে।

সুরক্ষিত সম্পদগুলির তপশীল

লট নং	ক) সংশ্লিষ্ট শাখার নাম (সোল-আইডি) খ) ঋণগ্রহীতার নাম (ঋণের অ্যাকাউন্ট নং)	বন্ধকে থাকা অস্থাবর সম্পত্তিগুলির বিস্তারিত বিবরণ/ মালিকের নাম	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষে) খ) ইএমডি (লক্ষে) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	ক) সাত বাঁকুড়া (০২৯৭২০) খ) বিশ্বনাথ সামন্ত (অ্যাকাউন্ট নং ০২৯৭৩০০০৬৭৪৪৯)	গাড়ির ধরন: ট্রাক মডেল: অশোক লেল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি৩৩বি৯৫২৪ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৬.০৮.২০১৩ ক্রয়ের বছর: ২০১৩ রং: বাদামী চেসিস ফ্রেম নং: এমবিআইকেএডিডব্লুসি৫ডিপিএএইচ১১৭৮ ইঞ্জিন নং: ডিএপিজেড১০৬৮৩ ক্রয়ের বছর: ২০১৩ মূল কাঠামোটির ধরন: কাঠের তৈরি নির্মাতার নাম: তুস্কর সুপার ৩১১৮ মালিক: বিশ্বনাথ সামন্ত	ক) ১২.০৪.২০১৭ খ) ৬.৭৪ লক্ষ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ/দাবি গ) ২৫.০২.২০১৮	ক) ৩.৩৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৩৩ লক্ষ টাকা গ) ০.০৫ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত
২.	ক) গোপীবল্লবপুর (০৮৪৬২০) খ) অনুপম সেনাপতি (অ্যাকাউন্ট নং ০৮৪৬২০জেটি০০০০০০৩৩)	গাড়ির ধরন: গুডস্ কেরিয়ার-টিপার মডেল: টাটা মোটর্স রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি৩৩এফ০২৮১ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৭.০৭.২০২২ ক্রয়ের বছর: ২০২২ রং: টাইটানিয়াম হোয়াইট চেসিস ফ্রেম নং: এমএটি৮০৮০২০এন৩ডি১১৯৩৮ ইঞ্জিন নং: বি৬.৭বি৬এ২৫০ডি০২১২২ডি৬৪২০৮৫৯৪ ক্রয়ের বছর: ২০২২ মূল কাঠামোটির ধরন: সম্পূর্ণরূপে নির্মিত টিপার কিউবিক ক্ষমতা: ৬৭০২.০০ মালিক: অনুপম সেনাপতি	ক) ২০.০২.২০২৪ খ) ৪৭,৪০,৬১১.৩৬ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ/দাবি গ) ০১.০৩.২০২৪	ক) ৪১.৯৪ লক্ষ টাকা খ) ০.৪২ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত
৩.	ক) গোপীবল্লবপুর (০৮৪৬২০) খ) অনুপম সেনাপতি (অ্যাকাউন্ট নং ০৮৪৬২০জেকে০০০০০০৩০)	গাড়ির ধরন: গুডস্ কেরিয়ার-টিপার মডেল: টাটা মোটর্স রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি৩৩এফ১৯০০ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ১১.০৭.২০২৩ ক্রয়ের বছর: ২০২৩ রং: টাইটানিয়াম হোয়াইট চেসিস ফ্রেম নং: এমএটি৫৬৬০১৬পি১এফ১৭৫৫৭ ইঞ্জিন নং: ৬বিটিএএ৬.৭-ই৩২এফ৬৪৩০২০৫৬ ক্রয়ের বছর: ২০২৩ মূল কাঠামোটির ধরন: সেলুন কিউবিক ক্ষমতা: ৬৭০২.০০ মালিক: অনুপম সেনাপতি	ক) ২০.০২.২০২৪ খ) ৪৭,৪০,৬১১.৩৬ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ/দাবি গ) ০১.০৩.২০২৪	ক) ৪৫.১৮ লক্ষ টাকা খ) ০.৪৬ লক্ষ টাকা গ) ০.০৫ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত
৪.	ক) গোপীবল্লভপুর (০৮৪৬২০) খ) অনুপম সেনাপতি (অ্যাকাউন্ট নং: ০৮৪৬২০জেকে০০০০০০২১)	গাড়ির ধরন: গুডস্ কেরিয়ার-টিপার মডেল: টাটা মোটরস রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি ৩৩এফ ১৮৮৭ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ১১.০৭.২০২৩ ক্রয়ের সাল: ২০২৩ রঙ: টাইটেনিয়াম হোয়াইট চেসিস ফ্রেম নং: এমএটি৫৬৬০১৬পি১এফ১৮৪০৭ ইঞ্জিন নং: ৬বিটিএএ৬.৭-ই৩২এফ৬৪৩০৪৪২৪ ক্রয়ের সাল: ২০২৩ বডির ধরন: স্যালন কিউবিক ক্যাপাসিটি: ৬৭০২.০০ মালিক: অনুপম সেনাপতি	ক) ২০.০২.২০২৪ খ) ৪৭,৪০,৬১১.৩৬ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসমূহ/দাবি গ) ০১.০৩.২০২৪	ক) ৪৫.৬৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৪৬ লক্ষ টাকা গ) ০.০৫ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত
৫.	ক) গোপীবল্লভপুর (০৮৪৬২০) খ) অনুপম সেনাপতি (অ্যাকাউন্ট নং: ০৮৪৬৩০৬৭১৮৫৮১)	গাড়ির ধরন: মাহিন্দ্রা স্করপিও মডেল: মহিন্দ্রা স্করপিও এস৫এমএইচ২ডব্লু১৪০ বিএস-৬ রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি ৫০ই ৩১৪৪ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৪.০৬.২০২৪ ক্রয়ের সাল: ২০২১ রঙ: ডায়মন্ড হোয়াইট চেসিস ফ্রেম নং: এমএ১টিএ২এক্সএম২এম২ই৪২৯১৫ ইঞ্জিন নং: এক্সএমএম৪ই১০২৯৩ ক্রয়ের সাল: ২০২৩ বডির ধরন: স্যালন কিউবিক ক্যাপাসিটি: ২১৭৯.০০ মালিক: অনুপম সেনাপতি	ক) ২০.০২.২০২৪ খ) ৬,৫৬,৫৫৭.০০ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসমূহ/দাবি গ) ০১.০৩.২০২৪	ক) ৮.২০ লক্ষ টাকা খ) ০.০৮ লক্ষ টাকা গ) ০.০৫ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত
৬.	ক) তবাগেড়িয়া (২৮১০০০) খ) অর্পন কুমার পাড়ুই (অ্যাকাউন্ট নং: ২৮১০০০এনজি০০০০০০৩৯)	গাড়ির ধরন: মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা মডেল: মহিন্দ্রা টিইউভি৩০০ টি১০ বিএস-৪ রেজিস্ট্রেশন নং: ডব্লুবি ৩৬এফ ৪৪৮৩ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০২.০২.২০১৮ ক্রয়ের সাল: ২০১৮ রঙ: নিউ পার্ল হোয়াইট চেসিস ফ্রেম নং: ভিজেডএইচ৬এম৮৯০৪৯ ইঞ্জিন নং: এমএ১এনএ২ভিজেডএক্সএইচ৬এম৪৬২৭০ ক্রয়ের সাল: ২০১৮ বডির ধরন: স্যালন কিউবিক ক্যাপাসিটি: ১৪৯৩.০০ মালিক: অর্পন কুমার পাড়ুই	ক) ০৫.০৩.২০২০ খ) ৬,৪৩,৮৬৪.০০ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসমূহ/দাবি গ) ২৩.১১.২০২৩	ক) ৩.০৪ লক্ষ টাকা খ) ০.৩০ লক্ষ টাকা গ) ০.০২ লক্ষ টাকা	২২.০৩.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ-

এই বিক্রয় প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী হবে:
১) সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেমন আছে তেমন'** শর্তে বিক্রয় হবে।
২) সুরক্ষিত সম্পত্তির যে বিবরণগুলি উপরে প্রকাশ করা হয়েছে তা অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা সংগৃহীত সর্বোত্তম তথ্য, কিন্তু এর জন্য অনুমোদিত আধিকারিকরা কোনও ভুল তথ্য বা কোনও তথ্যের অনুপস্থিতির জন্য কোনও রকম কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন না।
৩) সম্পত্তির ব্যাপারে এবং প্রদত্ত তথ্যের তাঁরা খুশি কিনা তা সফল ভাবে দর দেওয়ার আগে যাচাই করে দেখা দরদাতাদের কর্তব্য। নিলামে বিক্রি হওয়া সম্পত্তি/গুলির জন্য নথি ও ইএমডি জমা দেওয়ার আগে এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পর থেকে যে কোনও দিন আগ্রহী দরদাতারা পরিদর্শন করে দেখতে পারেন। ব্যাঙ্কের জানা অন্য দায়ভারের বিবরণ— জানা নেই। ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক কোনও ভাবেই সম্পত্তিগুলির (নিলাম হওয়া) উপর কোনও রকম চার্জ, পূর্বস্বত্ব, দায়ভার, বা কোনও রকম সরকারি বকেয়া বা অন্য কিছুর জন্য দায়ী থাকবে না। আগ্রহী দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা যেন নিজের ইচ্ছায় অস্থাবর সম্পত্তিগুলির কোনও রকম বিধিবদ্ধ দায়, বাকি পাওনা, রাস্তার কর এবং অন্যান্য বকেয়া ইত্যাদি কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করে নিতে পারেন।
৪) সম্পত্তিগুলির বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট https://www.etender.pnbnet.in-এ নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন হবে।
৫) ই-নিলামের দ্বারা বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী জানার জন্য এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এবং/বা যোগাযোগ করুন **শ্রী পঞ্চানন সাহু, মোবাইল নং ৯৯৩৮০ ০৯৯৬০ এবং শ্রী সুপ্রিয় দাস, মোবাইল নং ৯৭৩৩১ ০৩৫৫১।**

তারিখ: ০৭.০৩.২০২৪ পঞ্চানন সাউ, অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বলে কুলদীপ-অশ্বিন, ব্যাটে যশস্বী-রোহিত

ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিন শুধুই ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মশালায় টেস্টের প্রথম দিনই অনেকটা এগিয়ে গেল ভারত। প্রথমে বোলার ও তার পরে ব্যাটারেরা দাপট দেখালেন। ভারতের তিন স্পিনার মিলে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ১০টি উইকেটই তুলে নিলেন। কুলদীপ যাদব নিলেন ৫ উইকেট। শততম রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিতে গেল ৪ উইকেট। ২১৮ রানে শেষ হয়ে গেল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। পরে ব্যাট করতে নেমে অর্ধশতরান করলেন রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল। বাজে শট খেলে যশস্বী আউট না হলে দিনের শেষে দুই ওপেনারই ক্রিজ়ে থাকতেন।

দিনের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল ইংল্যান্ডের পক্ষে। টস জেতেন বেন স্টোকস। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। যশপ্রীত বুমরার বল শুরুতে একটু সুইং করছিল। কিন্তু ক্রিজ়ে বাউন্স কম থাকায় সামলাতে সমস্যা হচ্ছিল না ইংরেজ ওপেনারদের। জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট অপেক্ষা করছিলেন খারাপ বলের। কোনও বল ব্যাটের গোড়ায় পেলে বড় শট খেলতে ভয় পাচ্ছিলেন না তাঁরা। ফলে রান উঠছিল।

দুই পেসারের প্রথম স্পেলের পরে স্পিনারদের হাতে বল তুলে দেন রোহিত। প্রথমে অশ্বিন। পরে কুলদীপ। অশ্বিনের বল সাবধানে খেলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার। ঝুঁকি নেননি। কিন্তু কুলদীপের প্রথম ওভারেই বড় শট খেলতে যান ডাকেট। ব্যাটে-বলে হয়নি। পিছন দিকে বেশ খানিকটা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন শুভমন গিল। ২৭ রানে ফেরেন ডাকেট। ক্রলি ভাল খেলছিলেন। তাঁকে সঙ্গ দেন ওলি পোপ। হাত জমে যাওয়ার পরে রান তোলার গতি বাড়ান ক্রলি। অশ্বিনের বলে সামনে বিশাল ছক্কা মারেন। মধ্যাহ্নভোজের আগেই অর্ধশতরান করেন ক্রলি। বিরতির ঠিক আগেই ইংল্যান্ডকে আরও একটি ধাক্কা দেন কুলদীপ। তাঁর বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে ১১ রানের মাথায় স্টাম্প আউট হন পোপ।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরেই খেলার ছবিটা বদলে যায়। বিরতির ঠিক আগেই ওলি পোপকে আউট করেছিলেন কুলদীপ। বিরতির পরে দ্বিতীয় বলেই উইকেট পেতে পারতেন তিনি। তাঁর বল জ্যাক ক্রলির ব্যাটের কানায় লেগে হাওয়ায় ওঠে। ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন সরফরাজ খান। আম্পায়ার আউট দেননি। সরফরাজ অনেক আবেদন করলেও রোহিত রিভিউ নেননি। পরে দেখা যায় ক্রলি আউট ছিলেন।

ক্রলিকে আউট করতে অবশ্য বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি কুলদীপকে। তাঁর বল অফ স্টাম্পের বাইরে পরে ক্রলির ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে উইকেটে গিয়ে লাগে। ৭৯ রানে আউট হন ক্রলি। নিজের শততম টেস্ট খেলতে নেমে জন বেয়ারস্টো শুরু থেকেই বড় শট খেলার মানসিকতা নিয়ে নেমেছিলেন। দু'টি ছক্কাও মারেন তিনি। কিন্তু বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি। ২৯ রান করে কুলদীপের বলে আউট হন। ভাল ক্যাচ ধরেন উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল।

পরের ওভারেই জো রুটকে আউট করেন রবীন্দ্র জাডেজা। রুট ভেবেছিলেন বল ঘুরবে। কিন্তু বল সোজা প্যাডে গিয়ে লাগে। ২৬ রান করেন রুট। চলতি সিরিজ়ে আরও এক বার ব্যর্থ হলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। কুলদীপের বল বুঝতেই পারলেন না তিনি। পিছনের পায়ে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লিউ হলেন শূন্য রানে। ১৭৫ রানের মাথায় তিনটি উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের।

কুলদীপ, জাডেজার পরে উইকেট নেন অশ্বিনও। নিজের শততম টেস্ট খেলতে নেমে টম হার্টলিকে আউট করেন তিনি। ভাল ক্যাচ ধরেন দেবদত্ত পড়িক্কল। সেই ওভারেই আউট হন মার্ক উড। চা বিরতির আগেই ইংল্যান্ডকে অল আউট করার সুযোগ ছিল। কিন্তু দু'টি ক্যাচ মিস হওয়ায় তা হয়নি। বিরতির পরে বাকি দু'টি উইকেট তুলে নেন অশ্বিন। ২১৮ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড।

দেখে মনে হচ্ছিল, এই পিচে ভারতের ওপেনারদেরও সমস্যা হবে। কিন্তু আদতে উল্টো ছবি দেখা গেল। রোহিত ও যশস্বী শুরু থেকে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে খেলা শুরু করেন। কেউ তাড়াহুড়ো করেননি। বল দেখে খেলছিলেন। রোহিতকে বেশি আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল। মার্ক উডের বলে ছক্কাও মারেন তিনি। ধীরে ধীরে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দুই ওপেনার।

খেলা যত গড়াচ্ছিল, তত হাত খুলছিলেন যশস্বী। নিজের অর্ধশতরান করেন তিনি। চলতি সিরিজ়ে পাঁচটি টেস্টেই অন্তত একটি করে অর্ধশতরান করলেন তিনি। তার পরে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। শোয়েব বশিরের বলে পর পর দু'টি চার মারার পরে তৃতীয় বলও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে যান। ব্যাটে-বলে হয়নি। ৫৭ রানের মাথায় ফেরেন তিনি।

রোহিত অবশ্য তাড়াহুড়ো করেননি। ধীরে সুস্থে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। তাঁকে সঙ্গে দেন শুভমন গিল। তাঁরাই দিনের শেষ পর্যন্ত খেলেন। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ১ উইকেটে ১৩৫। রোহিত ৫২ ও শুভমন ২৬ রানে ব্যাট করছেন। ইংল্যান্ডের থেকে ভারত এখনও ৮৩ রানে পিছিয়ে থাকলেও হাতে ৯ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে তারা। তাই বলাই যায়, প্রথম দিনেই অনেকটা এগিয়ে গেলেন রোহিতেরা।

বিরাটকে টপকে গেলেন যশস্বী

এক সিরিজে সব থেকে বেশি রানে সামনে শুধু গাওস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ়ে ৬৫৫ রান করেছিলেন বিরাট কোহলি। তাঁকে ছাপিয়ে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। চার টেস্টেই ৬৫৫ রান করে ফেলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ১ রান করতেই তিনি টপকে গেলেন বিরাটকে। এ বার সামনে শুধু সুনীল গাওস্কর।

ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্ট শুরু হল বৃহস্পতিবার। সেই ম্যাচে ৫৭ রান করলেন যশস্বী। এক সিরিজ়ে ৭১২ রান করে ফেললেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ছাপিয়ে যেতে পারেন গাওস্করকে। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে বিরুদ্ধে সিরিজে ৭৭৪ রান করেছিলেন তিনি। বিরাট ৬৫৫ রান করেছিলেন ২০১৬ সালে। সেটা ছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

এ বারের সিরিজ়ে প্রথম ম্যাচ থেকেই ফর্মে ছিলেন যশস্বী। ৮০ রান করেছিলেন হায়দরাবাদে। পরের দু'টি ম্যাচে দ্বিশতরান করেছিলেন যশস্বী। রাঁচীতে চতুর্থ টেস্টে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ধর্মশালায় যশস্বী ৫৭ রান করে আউট হয়ে যান। ফলে পাঁচটি টেস্টেই অর্ধশতরান বা তার বেশি রান করার কৃতিত্ব গড়লেন তিনি।

এই সিরিজ়ে যশস্বী ইতিমধ্যেই এক ইনিংসে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েছেন। ভারতের হয়ে এক সিরিজ়ে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ডও তাঁর দখলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজ়ে আর একটি শতরান করলে বিরাট, রাহুল দ্রাবিড় এবং মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে টপকে যাবেন যশস্বী। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজ়ে দু'টি করে শতরান আছে বিরাট, দ্রাবিড় এবং আজহারউদ্দিনের। সেই রেকর্ড ভাঙতে পারেন যশস্বী।

ম্যাচে ২১৮ রানে ইংল্যান্ডের ১০ উইকেট তুলে নেয় ভারত। কুলদীপ যাদব নেন ৫ উইকেট। রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেন ৪ উইকেট। একটি উইকেট নেন রবীন্দ্র জাডেজা।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নজির গড়লেন রোহিত, সামনে শুধু ইংরেজ অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড রোহিত শর্মার দখলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোট টেস্টের প্রথম দিনে দু'টি ছক্কা মারেন ভারত অধিনায়ক। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর ছক্কার সংখ্যা ৫১। সামনে শুধু বেন স্টোকস।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় ২০১৯ থেকে। চার বছরে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে হওয়া টেস্টগুলিতে ৫১টি ছক্কা মেরেছেন রোহিত। তবে শীর্ষে থাকা স্টোকস মেরেছেন ৭৮টি ছক্কা। তাঁকে এখনই টপকানো কঠিন। তৃতীয় স্থানেও রয়েছেন এক ভারতীয়। ৩৮টি ছক্কা মেরে তৃতীয় স্থানে ঋষভ পন্থ। তবে গত বছর কোনও ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন পন্থ। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাঠে নামেননি তিনি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এ বারের সিরিজ়ে এখনও পর্যন্ত ৩৪৯ রান করেছেন রোহিত। একটি শতরান করেছেন। ধর্মশালায় ৫২ রানে অপরাজিত রোহিত। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ড তোলে ২১৮ রান। ব্যাট করতে নেমে ভারত যশস্বী জয়সওয়ালের উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান তুলেছে। এখনও ৮৩ রানে পিছিয়ে রোহিতেরা। মনে করা হচ্ছে ধর্মশালায় বড় রানের লিড নিতে পারবে ভারত। রোহিত বড় ইনিংস খেললে আরও কয়েকটি ছক্কা মারার সুযোগও পাবেন তিনি। বৃহস্পতিবার মার্ক উডকে যে ভাবে পুল করলেন তাতে রোহিত যে ফর্মে রয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে।

রোহিত ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৯৬টি ছক্কা মেরেছেন। আর চারটি ছক্কা মারলেই ৬০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন রোহিত। বিশ্বে প্রথম ব্যাটার হিসাবে এই কৃতিত্ব গড়তে পারেন তিনি। রোহিতই এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব থেকে বেশি ছক্কা মারা ব্যাটার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জস বাটলার (৩২৬) অনেকটাই পিছিয়ে।

আইপিএলের আগে রিহ্যাব করতে জাতীয় অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরু হবে ২২ মার্চ থেকে। তার আগে সুস্থ হতে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গেলেন লোকেশ রাহুল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারেননি তিনি। সেই রাহুল প্রস্তুতি নিচ্ছেন আইপিএল খেলার। যদিও প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই তাঁকে লখনউ সুপার জায়ান্টস পাবে কি না তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে।

সমাজমাধ্যমে রাহুল একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাহুল জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন। সেই ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ত্হাইদ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলার পরেই চোট পেয়েছিলেন রাহুল। তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। ফিরে এসে রিহ্যাব করানোর জন্য জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন রাহুল।

পঞ্চম টেস্টের আগে সুস্থ হননি রাহুল। সেই কারণে তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, ত্পঞ্চম টেস্টে রাহুলকে দলে রাখা হচ্ছে না। এখনও সুস্থ হননি তিনি। বোর্ডের চিকিৎসকেরা রাহুলকে দেখছেন। লন্ডনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।দ

রাহুল অনেক দিন ধরেই চোট নিয়ে ভুগছিলেন। আগের বছর আইপিএল খেলতে গিয়েই চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। তবে বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে ওঠেন রাহুল। বিশ্বকাপেও খেলেন। কিন্তু আবার চোট লেগেছে তাঁর। আশা করা হচ্ছে আইপিএল খেলবেন রাহুল। তবুও লখনউ সহ-অধিনায়ক হিসাবে নিকোলাস পুরানের নাম ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশের ম্যাচে বিতর্ক, ডিআরএস নিয়ে মাঠেই আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়া, পদক্ষেপ শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠেই ঝগড়া হল আম্পায়ারের সঙ্গে। ম্যাচ রেফারির কাছে অভিযোগ করার চিন্তাভাবনা করেছেন ক্রিকেটারেরা। পুরোটাই হয়েছে একটি আউটের সিদ্ধান্ত ঘিরে। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে্ন্র বিরুদ্ধে রিভিউ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের ব্যাটার। তৃতীয় আম্পায়ার নট আউট দেন। কিন্তু রিভিউ দেখে স্পষ্ট ছিল যে বল ব্যাটে লেগেছে। তার পরেই ঝামেলা শুরু।

ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি চলাকালীন। ব্যাট করছিলেন সৌম্য সরকার। শ্রীলঙ্কার পেসার বিনুরা ফের্নান্দোর বল সৌম্যের ব্যাট ঘেঁষে উইকেটরক্ষকের কাছে যায়। ক্যাচ ধরেন উইকেটরক্ষক। শ্রীলঙ্কা আবেদন করলে মাঠের আম্পায়ার আউট দেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ নেন সৌম্য। রিপ্লে-তে দেখা যায় বল ব্যাট ঘেঁষে গিয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে স্নিকোমিটারে দাগ (বল ব্যাট বা অন্য কোথায় লাগলে যে শব্দ হয় সেখান থেকে এই দাগ হয়। সেটা দেখেই আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নেন) দেখা যায় তখন বল ব্যাট অতিক্রম করেছে। কিন্তু অনেক সময় শব্দ কিছুটা দেরিতে আসে বলে প্রযুক্তিতে সমস্যা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার জানিয়ে দেন, আউটের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় নট আউট দেওয়া হচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তের পরেই মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্কে জড়ান শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারেরা। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে নিজেদের কথা বলেন তাঁরা। আম্পায়ার তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে রাজি ছিলেন না। বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন।

তখনই দেখা যায় শ্রীলঙ্কার সহকারী কোচ নাবিদ নওয়াজ এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলছেন।

কোনও রকমে ড্র, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা সময় চাপে পড়ে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দল নিজেদের স্নায়ুর চাপ ধরে রাখল। লিপজ়িগের বিরুদ্ধে কোনও রকমে ১-১ গোলে ড্র করল রিয়াল মাদ্রিদ। দুই পর্ব মিলিয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে নিজেদের জায়গা করে নিল স্পেনের ক্লাব।

প্রথম পর্বে ১-০ গোলে জিতেছিল রিয়াল। দ্বিতীয় পর্বের খেলায় যদিও বেশি সুযোগ পেয়েছিল লিপজ়িগি। আক্রমণ তাদেরই বেশি ছিল। প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করায় গোল করতে পারেনি তারা। তারই খেসারত দিতে হল লিপজ়িগিকে।

দ্বিতীয়ার্ধে ৬৫ মিনিটের মাথায় গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। যদিও সেই লিড বেশি ক্ষণ থাকেনি। তিন মিনিট পরেই গোল করে সমতা ফেরান উইলি ওরবান। গোল শোধ করার পরে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ায় লিপজ়িগি। শেষ দিকে তাদের একটি শট পোস্টে লেগে ফেরে। ম্যাচ ড্র হয়। শেষ আটে পৌঁছে যায় রিয়াল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সব থেকে সফল ক্লাব রিয়াল। গত ১৪ বছরে মাত্র দু'বার তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি। আরও এক বার ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে রিয়াল। সেই পথেই এগোচ্ছে তারা।

'লজ্জার ইতিহাস'! ইস্টবেঙ্গলকে কাঠগড়ায় তুলে রবিবারের ডার্বির টিকিট বয়কট মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিকিটের দাম নিয়ে ডার্বির আগেই বেড়ে গিয়েছে উত্তাপ। শনিবার কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ টিকিটের দাম বেশি রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় ইস্টবেঙ্গলকে কাঠগড়ায় তুলেছে মোহনবাগান। কড়া পদক্ষেপ করেছে তারা।

বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতিতে নিজেদের কথা জানিয়েছে মোহনবাগান। সেখানে লেখা, ত্ফুটবলকে কালিমালিপ্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি যে কোনও ম্যাচে আয়োজক দলের সমর্থকদের প্রায় দ্বিগুণ টাকা দিয়ে অ্যাওয়ে দলের সমর্থকদের টিকিট কিনতে হচ্ছে। কলকাতা ডার্বির ইতিহাসে এটা লজ্জাজনক ঘটনা।

এখানেই থেমে থাকেনি মোহনবাগান। তারা আরও লিখেছে, ত্ইস্টবেঙ্গলের এই কাজ মোহনবাগানের সমর্থকদের মনোভাবে আঘাত দিয়েছে। সমর্থকেরাই আমাদের দলের ভিত। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অক্রীড়াসুলভ মানসিকতাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মোহনবাগান ক্লাব এই ডার্বির টিকিট কিনবেও না, বিক্রিও করবে না। আমরা এই ডার্বি দেখতে যাওয়া বয়কট করলাম।দ এখন দেখার ক্লাবের এই ঘোষণার পরে ডার্বিতে মোহনবাগানের কত সমর্থক খেলা দেখতে যান।

বিতর্কের মাঝে অবশ্য টিকিটের দাম নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে ইস্টবেঙ্গল। ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, ত্বৈষম্য নিয়ে আমিও ভাবছিলাম। এটা সঠিক হয়নি। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বলার পরে আমিও কথা বললাম। আগামী দিনে যাতে বৈষম্য না থাকে সেই চেষ্টা করব। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**